সম্পূর্ণ উপন্যাস

আরাকিয়েলের হিরে

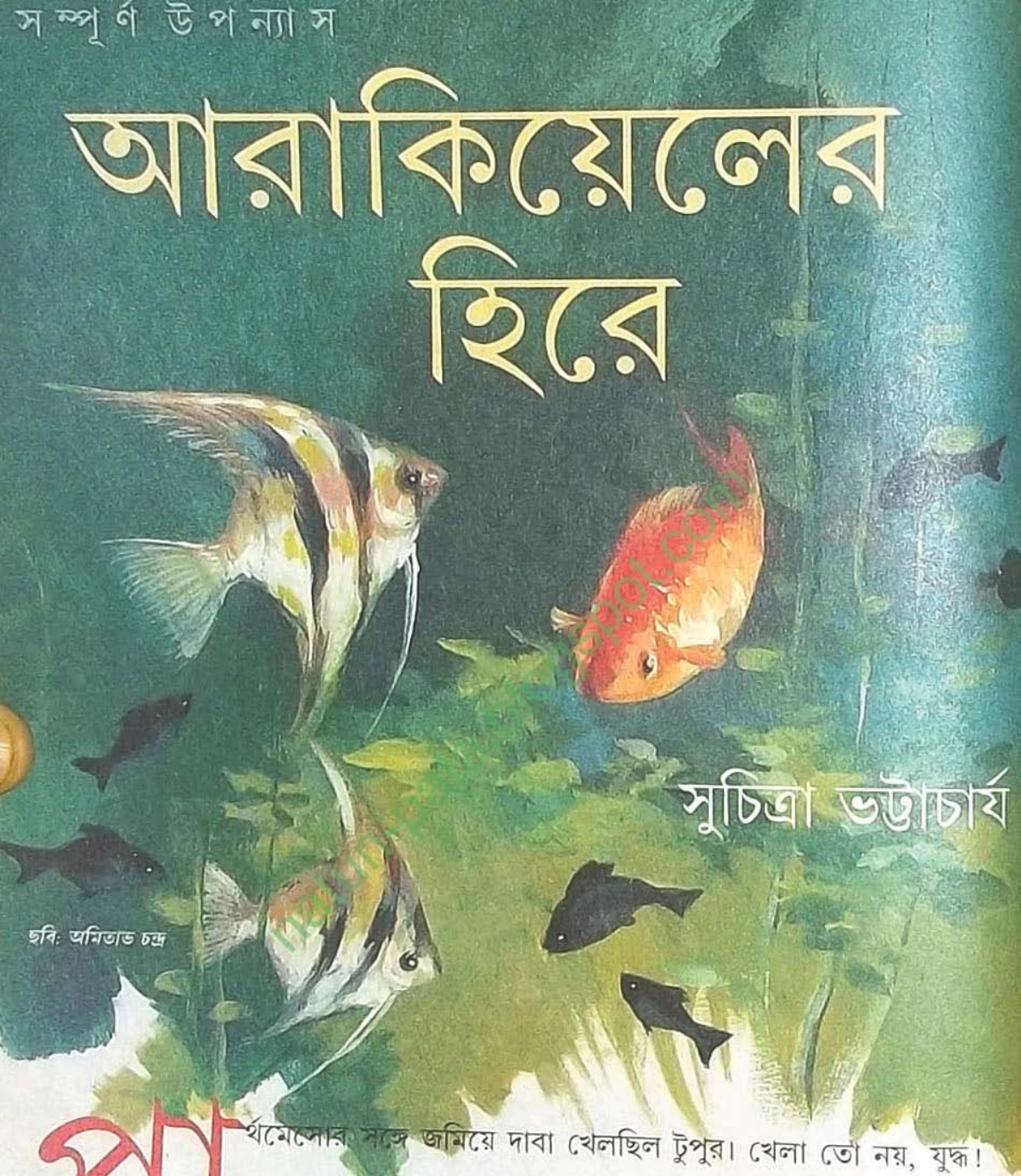

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

পার্থমেসোর সঙ্গে জমিয়ে দাবা খেলছিল টুপুর। খেলা তো নয়, যুদ্ধ! শুরু হয়েছে সেই দুপুর থেকে, রবিবারের বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে, এখনও লড়াই থামার কোনও লক্ষণ নেই। টক্কর চলছে সমানে-সমানে। দু'পক্ষেরই স্নায়ু টানটান, একটা কী হয়, কী হয় ভাব! কালো বোড়েটাকে ষষ্ঠ ঘরে ঠেলে দিয়ে টুপুর একবার চোরা চোখে দেখে নিল পার্থমেসোকে। মাথাখানা

চৌষট্টি খোপের বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ভুরুতে ইয়া মোটা ভাঁজ। হবেই তো। মেসোর হাল এবারও মোটেই সুবিধের নয়। টুপুর খুইয়েছে একটা গজ, একটা ঘোড়া, আর দু'খানা বোড়ে। ওদিকে মেসোর দু'টো হাতিই খতম, তিন-তিনখানা সাদা বোড়ে অক্কা পেয়েছে, সাদা মন্ত্রীরও ল্যাজে-গোবরে দশা।

মেসোকে আরও চাপে ফেলতে টুপুর তাড়া লাগাল, "কী গো, আর কত ভাববে? মুভ করো।"

পার্থ গম্ভীর মুখে বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া। সব দিকটা বুঝে নিই।"

"কম্পিটিশনে খেললে তুমি কিন্তু টাইম প্রবলেমে পড়ে যাবে। কোথাও তোমায় এত সময় দেবে না।"

"খুব ডেঁপো হয়েছিস তো। আমাকে নিয়ম শেখাচ্ছিস?" পার্থর দৃষ্টি তেরচা হল, "কবে থেকে দাবায় এত ওস্তাদ বনে গেলি রে? অবনীদার সঙ্গে রোজ প্র্যাক্টিস করিস বুঝি?"

"বাবা আজকাল থোড়াই দাবা খেলেন।"

"তা হলে কি তোর মাসির ট্রেনিং?"

টুপুর মুচকি হাসল। পার্থমেসোকে কেন বলতে যাবে, মিতিনমাসির টিপ্‌স সে পাচ্ছে বটে, কিন্তু আদতে তার উন্নতি তো ঘটেছে কম্পিউটারের সঙ্গে খেলে-খেলে। এই তো, এ বাড়িতে আসার পর, গত সাতদিনে আরও কত নতুন-নতুন চাল যে শিখল। নানান ধরনের ডিফেন্স, নয়া-নয়া কৌশলে আক্রমণ...। কম্পিউটারের শিক্ষা থেকেই তো এবার ঘুঁটিগুলো সাজিয়েছে নিমো-ইন্ডিয়ান কায়দায়, যা ভেদ করতে হিমশিম খাচ্ছে মেসো। এখন একবার যদি ভুল করে মন্ত্রীটাকে পিছিয়ে নেয়...।

হ্যাঁ, তাই হল। মন্ত্রী কোনাকুনি দু'ধাপ হঠে গিয়েছে। ব্যস, টুপুরকে আর পায় কে! লাফিয়ে উঠল কালো ঘোড়া, আড়াই ঘরের মোক্ষম প্যাঁচে একসঙ্গে পাকড়াও করেছে সাদা মন্ত্রী আর নৌকোকে। মেসোর মাথায় হাত। চুল খামচাচ্ছে।

ঠিক তখনই হুড়মুড়িয়ে বুমবুমের প্রবেশ। পার্কে ফুটবল পেটাতে গিয়েছিল, বিস্তর আছাড় খেয়েছে, সর্বাঙ্গ ধুলোকাদায় মাখামাখি। সটান টুপুরের পাশে বসে পড়ে বলল, "ও মা, তোমরা এখনও খেলছ?"

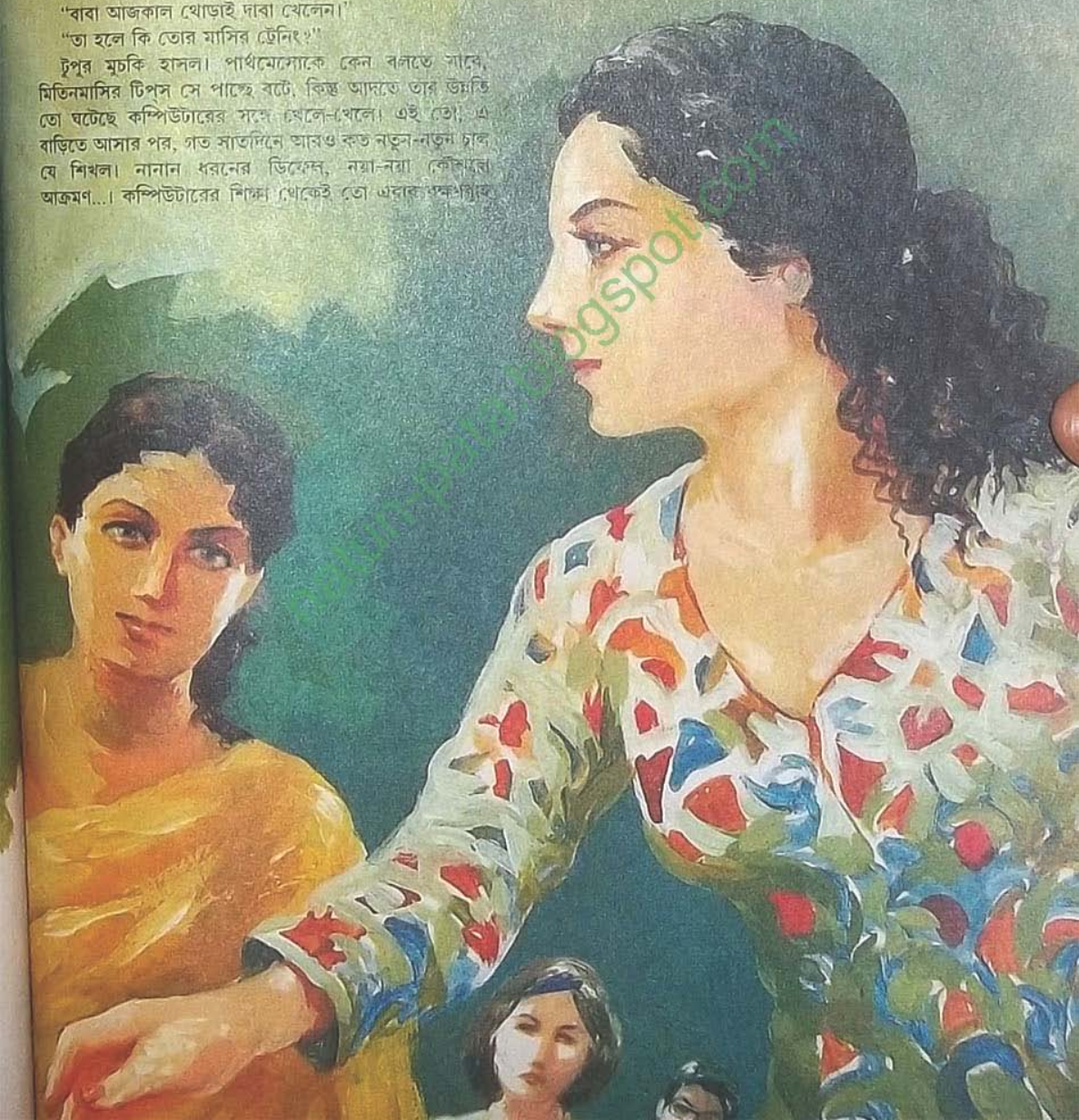

পার্থ গোমড়া গলায় বলল, "সোফা নোংরা কোরো না বুমবুম। যাও, জামা-প্যান্ট বদলে এসো।"

"বুঝেছি।" বুমবুম ফিচেল হাসল, "তুমি টুপুরদিদির কাছে হারছ।"

"চোপ। যাও এখান থেকে।"

বুমবুম পলকে ধাঁ। পার্থর ধমক শুনে এবার মিতিন আবির্ভূত হয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী? হঠাৎ চেঁচামেচি কেন? টুপুরের সঙ্গে পারছ না বুঝি?"

পার্থ অপ্রস্তুত হয়েছে এতক্ষণে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আরে দুর, টুপুরের সঙ্গে আবার পারাপারির কী আছে! ছোটদের জিতিয়ে দিলে তবেই তো তারা খেলায় উৎসাহ পাবে।"

"ভুলভাল যুক্তি সাজিয়ো না," মিতিন ফিক করে হাসল, "দাবাটা ছোটরাই ভাল খেলে স্যার। তারা অনায়াসেই বড়দের পটকে দেয়। কেন বলো তো?"

"ছোটদের মাথায় প্যাঁচপয়জারগুলো ভাল খেলে বোধ হয়।"

"আজ্ঞে না স্যার। ছোটদের মেমরি ব্যাঙ্কের স্টক কম, কিন্তু যেটুকু তাদের মেমরিতে থাকে, সেটুকু তারা সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণে আনতে পারে। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক দেখবে, অতিরিক্ত মেমরির ভারে হ্যাং করে যায়। আমাদের, বড়দের হয় সেই দশা। ছোটরা অবলীলায় সম্ভাব্য ষাট-পঁয়ষট্টিটা চাল মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী আক্রমণ শানিয়ে যায়। বড়রা কিন্তু তা পারে না। তাই একটা বয়সের পর ফিশার-কাসপারভদের মতো প্রতিভাধরদেরও দাবার আসর থেকে সরে যেতে হয়। অথচ ওঁরাই পনেরো-ষোলো বছর বয়সে দুনিয়া কাঁপিয়েছিলেন। তিরিশ পেরোবার আগেই হয়েছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।"

"রাইট, রাইট।" পার্থ উজ্জীবিত হয়েছে, "বিশ্বনাথন আনন্দই তো কম বয়সে...। কিংবা আমাদের ঘরের ছেলে সূর্যশেখর বা দিব্যেন্দু..."

"অতএব বুঝতে পারছ, টুপুরের কাছে হারায় কোনও লজ্জা নেই।"

"যাঃ, লজ্জা পাব কেন!" টুপুরের মাথায় আলগা চাপড় দিল পার্থ, "মন দিয়ে দাবাটা খেল রে টুপুর। তোর হবে। আমাকে যখন দু'-দু'বার হারাতে পেরেছিস...। জানিস তো, আমি খুব একটা হেঁজিপেঁজি প্লেয়ার নই। আন্ডার ফিফটিনের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে..."

"তুমি লাস্ট হয়েছিলে, তাই তো?" মিতিন ফোড়ন কাটল।

"নো। আমার নীচে আরও দু'জন ছিল।" পার্থ হ্যা হ্যা হাসছে, "যাক গে, একটু গরম-গরম কফি খাওয়াবে?"

"দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের খেলাটা যে এবার বন্ধ করতে হবে।"

"কেন?"

"আমার কাছে এক্ষুনি একজন আসবেন।"

"কে?"

"জনৈক আর্মেনিয়ান মহিলা।"

"আর্মেনিয়ান? তিনি তোমার সন্ধান পেলেন কী করে?"

"হয়তো কাগজে পড়ে। কিংবা কোনও ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন। আমার থার্ড আইয়ের নাম তো এখন একেবারে অপরিচিত নয়।"

দাবা ভুলে গিয়েছে টুপুর। টগবগ করে ফুটছে উত্তেজনায়। চোখ গোল-গোল করে বলল, "তা হলে একটা নতুন কেস বলো? আমার সামার ভেকেশনটা তা হলে মাঠে মারা যাচ্ছে না?"

"ধীরে মিস ওয়াটসন, ধীরে। আগে তিনি পায়ের ধুলো দিন, তাঁর সমস্যাটা কী শুনি, আদৌ তাঁকে ক্লায়েন্ট হিসেবে নেব কিনা ভেবে দেখি... তারপর না হয় নাচনকোদনটা শুরু করিস।"

তা মিতিন যতই জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করুক, টুপুরের কৌতূহল কিন্তু নিভল না। একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। মিতিন রান্নাঘরে যেতেই পার্থমেসোকে জিজ্ঞেস করল, "আর্মেনিয়ান মহিলার কী কেস হতে পারে বলো তো?"

পার্থ দাবার ঘুঁটি বাক্সে পুরছিল। ঠোঁট উলটে বলল, "কী করে আন্দাজ করি বল! দু'-চার দিনের মধ্যে লোকাল আর্মেনিয়ানদের নিয়ে কোনও ঘটনা কাগজে বেরিয়েছে কিনা তাও তো মনে পড়ছে না। তবে এটুকু বলতে পারি, আর্মেনিয়ানরা মূলত বেনিয়া। অর্থাৎ কেসটা ধরলে তোর মাসির টু পাইস আসবে।"

মিতিন শুনতে পেয়েছে কথাগুলো। গলা উঠিয়ে বলল, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল কোরো না। কলকাতার আর্মেনিয়ানরা মোটেই তেমন বড়লোক নন। অন্তত এখন যাঁরা থাকেন। এবং এঁদের অধিকাংশই বয়স্ক। অনেকে চার্চ থেকে সাহায্য পান, আবার কেউ-কেউ ক্রিশ্চানদের হোম-টোমেও আছেন।"

পার্থ বলল, "যাচ্চলে, তা হলে তুমি মহিলাকে আসতে বললে কেন? বেগার খাটবে নাকি?"

মিতিন ফের গলা তুলে বলল, "ঠিকঠাক কেস হলে এই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি কখনওই টাকার হিসেব করে না স্যার।"

এ কথা জজেও মানে। টুপুর মনে-মনে সায় দিল। নয়-নয় করে কম কেসে তো মাসির শাগরেদি করল না সে। স্রেফ অর্থপ্রাপ্তির আশায় মিতিনমাসি কোনও রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, এমনটা কি কখনও দেখেছে? এই তো, গত বছরই কী দারুণ একটা কেরামতি দেখাল। বিয়ের বাহাত্তর ঘণ্টা আগে কনের নেকলেস উধাও। মাত্র এক দিনেই মিতিনমাসি উদ্ধার করে আনল কণ্ঠহার। গরিব মেয়েটার বাবার কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয়নি মিতিনমাসি। তেমন অভাগা কেউ এলে মিতিনমাসি অবশ্যই এবারও টাকা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি রাখতে গিয়েছিল পার্থ। ফিরে সোফায় হেলান দিয়েছে। বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, "কলকাতার সঙ্গে আর্মেনিয়ানদের কিন্তু একটা নাড়ির টান আছে।"

টুপুর নড়ে বসল, "কী রকম?"

"সাদা চামড়াদের মধ্যে ওরাই কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা। ব্রিটিশ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমারদের ঢের আগে ওরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। জব চার্নক আমাদের এই শহরে এসেছিলেন ষোলোশো নব্বইতে। তার অন্তত ষাট বছর আগে কলকাতায় এক আর্মেনিয়ান মহিলাকে সমাধি দেওয়া

হয়। মহিলার নাম ছিল রেজা বিবি। বিশ্বাস না হয় আর্মেনিয়ান চার্চের গোরস্থানে গিয়ে সমাধিফলকটা দেখে আসতে পারিস।"

ছোট ট্রে-তে কফি সাজিয়ে মিতিন হাজির। কাপগুলো হাতে-হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,"তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না স্যার। একটা মাত্র সমাধি দেখেই ধরে নেব, আর্মেনিয়ানরা তখন এখানে বাস করত?"

"কেন ধরব না শুনি?"

"গির্জার সমাধিক্ষেত্রে ওই সময়কার আর কোনও আর্মেনিয়ানের সমাধি নেই, তাই। ইতিহাস বলছে, ওখানে নেক্সট সমাধি আছে সতেরোশো কুড়িতে। মাঝে আশি-নব্বই বছরে আর একজনও আর্মেনিয়ান মারা যাননি বলতে চাও?" কফিতে চুমুক দিয়ে মিতিন টুপুরের দিকে ফিরল,"আসলে কী হয়েছিল জানিস? কলকাতা তো তখন ঘোর জঙ্গল। বনজঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে গোটাকয়েক গ্রাম ছাড়া এখানে আর কিস্যু ছিল না। ...আমার ধারণা, নদী দিয়ে তখন হয়তো কোনও আর্মেনিয়ান জাহাজ যাচ্ছিল, ওই মহিলা কোনও অসুখবিসুখে জাহাজে মারা যান, কাছেই ডাঙায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তারপর যখন শহরটা গড়ে উঠল, তখন ওই সমাধিটা খুঁজে পেয়ে আর্মেনিয়ানরা ওখানেই একটা চার্চ প্রতিষ্ঠা করলেন।"

পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে আর্মেনিয়ান চার্চ পরে হয়েছে?"

"অবশ্যই। রেজা বিবি মারা গিয়েছেন ষোলোশো তিরিশে। আর চার্চটা তৈরি হয়েছে সতেরোশো চব্বিশে। মাঝে চুরানব্বইটা বছরের ব্যবধান, বুঝলে।"

তর্কে জুত করতে না পেরে পার্থ গুম। টুপুর মুগ্ধ চোখে মিতিনকে বলল, "তুমি আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কেও এত খবর রাখো?"

মিতিন চোখ টিপে বলল, "ধুস, আমিও কি এত জানতাম নাকি? মহিলা কাল ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পর ইন্টারনেট ঘেঁটে মগজব্যাঙ্কটাকে একটু ভারী করে নিলাম। তোর মেসো তো পুরনো কলকাতার উপর হেভি ফান্ডা লড়ায়, ওকেও একটু চিপে দেওয়া গেল।"

এবার পার্থও হেসে ফেলেছে। মিতিনকে পালটা খোঁচা দেওয়ার জন্য জিভে শান দিতে যাচ্ছিল, ডোরবেল টুংটাং।

টুপুর অস্ফুটে বলল, "মহিলা এসে গেলেন নাকি?"

"মনে হচ্ছে।" মিতিন দেওয়ালঘড়িটা দেখল, "খুব পাংচুয়াল তো। সাড়ে ছ'টায় আসবেন বলেছিলেন, একেবারে কাটায়-কাটায়।"

মাসি-বোনঝির কথার মাঝেই পার্থ গিয়ে দরজা খুলেছিল। আহ্বান জানিয়ে যে মহিলাকে অন্দরে নিয়ে এল, সে কিন্তু মোটেই প্রবীণা নয়। বড়জোর মিতিনের বয়সি, দু'-এক বছরের ছোটও হতে পারে। দেখে দীনদরিদ্র ভাবাও অসম্ভব। রীতিমতো ঝকঝকে চেহারা, তকতকে বেশবাস। গায়ের রংটি পাকা গমের মতো। কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা কুচকুচে কালো চুল টানটান করে বাঁধা। নীলচে চোখে বিদেশিনী-বিদেশিনী আভাস। পরনে লং স্কার্ট, আর ফুলহাতা বাহারি টপ। দু'টোই যথেষ্ট মহার্ঘ। হাতে কালো ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগের গায়ে নামী ইতালিয়ান কোম্পানির মনোগ্রাম।

মিতিন উঠে সৌজন্যের সুরে বলল, "আই অ্যাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। ইউ ক্যান কল মি মিতিন।"

"আই অ্যাম হাসমিক। হাসমিক ভারদোন।" ডিম্বাকৃতি মিষ্টি মুখখানায় হাসি ফুটেছে। ইংরেজি টান মেশানো বাংলায় বলল, "আর্মেনিয়ানে হাসমিক মানে ইংরেজিতে জেসমিন। আমাকে সবাই 'জেসমিন' বলেই ডাকে।"

"নাইস নেম। প্লিজ টেক ইওর সিট।"

জেসমিন ছোট সোফাটায় বসেছে। একটু যেন আড়ষ্ট। পার্থ আর টুপুরের সঙ্গে জেসমিনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিতিন বলল, "কফি চলবে?"

"নো থ্যাংক্স। আমি চা-কফি খুব কম খাই।"

"অ্যাজ ইউ প্লিজ।"

টেবিলে পড়ে থাকা কফির ট্রে-টা ডাইনিং টেবিলে রেখে এল মিতিন। এক গ্লাস জলও এনেছে। টেবিলে গ্লাসটা নামিয়ে বড় সোফাটায় বসল। টুপুরের পাশে। কেজো গলায় বলল, "হ্যাঁ, এবার শোনা যাক আপনার প্রবলেমটা কী?"

পার্থ আর টুপুরকে এক ঝলক দেখে নিয়ে জেসমিন বলল, "কীভাবে যে স্টার্ট করি...। আমি থাকি মারকুইস স্ট্রিটে...।"

"নিজেদের বাড়ি?"

"না। আমার আঙ্কল, মানে পিসেমশাইয়ের বাড়ি। অনেক বছর ধরেই পিসি-পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আছি। ওঁদের কোনও সন্তান নেই তো, আমিই ওঁদের মেয়ের মতো।"

"আপনার বাবা-মা...?"

"নেই। রাশিয়া ভেঙে যখন আবার আর্মেনিয়া স্বাধীন হল, আমাকে পিসির কাছে রেখে বাবা-মা একবার দেশটা দেখতে যান। ওখানেই এক প্লেন ক্র্যাশে দু'জনে একসঙ্গে...।" জেসমিন কপালে-বুকে হাত ছুঁইয়ে ক্রস আঁকল, "তখন আই ওয়াজ সিক্সটিন। তারপর থেকে আঙ্কল-আন্টির কাছেই থাকি।"

"বিয়ে করেননি?"

"এখনও হয়ে ওঠেনি।"

"আঙ্কল-আন্টির দেখভাল করার জন্যেই কি...?"

"খানিকটা হয়তো তাই।" জেসমিন হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, "আর এই মুহূর্তে তো বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।"

"কেন?"

"রিসেন্টলি আঙ্কল মারা গেলেন। গত বাইশে ডিসেম্বর। জাস্ট তিন মাস হয়েছে।"

"ও। কী হয়েছিল আঙ্কলের?"

"হার্ট অ্যাটাক। হসপিটালে নিয়ে যাওয়ারও সুযোগ পাইনি।"

"কত বয়স হয়েছিল?"

"নট মাচ। ওনলি সেভেনটি থ্রি।"

মিতিনমাসির প্রশ্ন করার ধারাটা লক্ষ করছিল টুপুর। ক্রমাগত কথা চালাচালি করে কী সুন্দরভাবে সহজ করে দিচ্ছে জেসমিনকে। সঙ্গে-সঙ্গে জানা হয়ে যাচ্ছে ছোটখাটো তথ্য। যা হয়তো আপাতচোখে অদরকারি, আবার কাজে লেগে যেতেও পারে।

আলাপচারিতার ফাঁকে জেসমিন কখন যেন হাতে তুলে নিয়েছিল গ্লাসটা। জলটুকু শেষ করে একটুক্ষণ চুপ। তারপর গলা ঝেড়ে বলল, "হ্যাঁ, যা বলতে আসা। আমরা খুব বিপদে পড়েছি ম্যাডাম।"

"কী রকম?"

"একটা হিরে ছিল বাড়িতে। আঙ্কলের মৃত্যুর পর থেকে সেটা মিসিং।"

"হিরে?" পার্থ ফস করে বলে উঠেছে, "কত বড়?"

"প্রায় পাঁচ ক্যারাট।"

টুপুরের চোখ পিটপিট। বলে কী জেসমিন? অত বড় একটা হিরে গায়েব?

॥ ২ ॥

মিতিন অবশ্য তেমন অবাক হয়নি। যেন এমন একটা কিছুই সে জেসমিনের মুখে শুনবে বলে আশা করেছিল। ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে হেলান দিল সোফায়। স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আমাকে হিরেটা উদ্ধার করে দিতে হবে, তাই তো?"

জেসমিন উৎকণ্ঠিত মুখে মিতিনকে দেখছিল। মিনতির সুরে বলল, "হ্যাঁ, ম্যাডাম। অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

"এক্ষুনি-এক্ষুনি কথা দিতে পারছি না। আগে সাফ-সাফ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চাই।"

"বলুন কী জানতে চান?"

"ডায়মন্ডটা এগজ্যাক্টলি কবে খোওয়া গিয়েছে?"

"আঙ্কলের মৃত্যুর পর আন্টি সিন্দুকটা প্রথম খোলেন পঁচিশে ডিসেম্বর সকালে। তখনই আবিষ্কার করেন হিরের বাক্সটা খালি।"

https://boiRboi.blogspot.com

"অমন একটা দামি স্টোন বাড়িতে থাকত কেন?"

"তিন পুরুষ ধরে ওটা তো আয়রন চেস্টেই ছিল ম্যাডাম।"

"ইনশিওরেন্স করানো হয়নি নিশ্চয়ই?"

"থাকলে কি আর আপনার কাছে আসতাম?"

"ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে ক্লেম ঠুকে বসে থাকতেন, তাই তো? সেটা সোজাও হত অনেক।" মিতিন টানটান, "কিন্তু কেন ইনশিওরেন্স করানো হয়নি?"

"বলতে পারব না। ইনশিওরেন্সের ব্যাপারটা কখনও মাথাতেই আসেনি। চিরকালই শুনে আসছি, আরাকিয়েল পরিবারের গুড লাক হিসেবে হিরে আয়রন চেস্টে আছে, থাকবে...।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "আপনার পিসেমশাইয়ের টাইটেল বুঝি আরাকিয়েল?"

"হ্যাঁ স্যার। আঙ্কলের পুরো নাম জোসেফ মেলিক আরাকিয়েল। ওঁরা কলকাতার খুব পুরনো বাসিন্দা। প্রায় সওয়া দু'শো বছর আগে ওঁদের পূর্বপুরুষ মিস্টার আগা ক্যাচিক আরাকিয়েল কলকাতার আর্মেনিয়ান চার্চকে একটা বড় ঘড়ি উপহার দেন। গির্জার পাঁচিলটাও ওঁরই পয়সায় তৈরি।"

"বলেন কী?" পার্থর চোখ গোল-গোল, "আরাকিয়েল ফ্যামিলি দু'-আড়াইশো বছর ধরে কলকাতায়?"

"না না, মাঝে সুরাটে চলে গিয়েছিলেন। আঙ্কলের গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। মারকুইস স্ট্রিটের বাড়িটা তাঁরই তৈরি। হিরেটাও তাঁর সময় থেকেই ও বাড়িতে।"

"বুঝলাম।" মিতিনের কপালে পাতলা ভাঁজ, "তা হিরে চুরির তিন মাস পরে আমার কাছে এলেন যে বড়?"

"আগে পুলিশেরই দ্বারস্থ হয়েছিলাম ম্যাডাম। তারা তো এখনও কিছুই করে উঠতে পারল না। থানায় গেলেই শুধু শুনতে হয়, হচ্ছে-হচ্ছে, আমরা তো তদন্ত চালাচ্ছি...! এদিকে আন্টির তো চিন্তায়-চিন্তায় শরীর ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। একে আঙ্কলকে হারানোর শোক, তার উপর ওই হিরে...। মরিয়া হয়ে ভাবলাম যদি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য নেওয়া যায়...। আমার এক বাঙালি বন্ধু আপনার নামটা সাজেস্ট করল। ইনফ্যাক্ট, কালই আপনার ফোন নাম্বার পেয়েছি।"

"উম। পুলিশকে কবে ইনফর্ম করেছিলেন?"

"ওই দিনই। পঁচিশে ডিসেম্বর।"

"পুলিশ কি সঙ্গে-সঙ্গেই এল?"

"তা এল। প্রচুর জেরা করল সবাইকে। আন্টিকেও বাদ দেয়নি।"

"চাবি আর সিন্দুকের ফিংগারপ্রিন্ট নেয়নি?"

সবই করেছিল ম্যাডাম। আবার কিছুই করেনি। অর্থাৎ কিস্যু পায়নি।"

"মানে?"

"চাবি আর সিন্দুকে তো তখন শুধু আন্টির হাতের ছাপ।"

"হুম। তা চাবি কি আন্টির কাছেই থাকত?"

"না না, চাবি তো সর্বদাই আঙ্কলের জিম্মায়। কোমরে বাঁধা থাকত। সিন্দুকও আঙ্কল ছাড়া কেউ খুলতেন না। তবে এখন চাবি আন্টির হাতে এসেছে।"

"এখন মানে কখন?"

"অবশ্যই আঙ্কলের মৃত্যুর পর।"

"আপনার পিসেমশাইয়ের হার্ট অ্যাটাকটা কখন হয়েছিল?"

"রাতে। শোওয়ার পর। চেস্ট পেন ওঠার মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই তো সব শেষ।"

"তখন বাড়িতে আপনারা কে কে ছিলেন?"

"আমি, আন্টি আর নির্মলা।"

"নির্মলাটি কে?"

নির্মলা মেরি বিশ্বাস। আমাদের হাউস মেড। রাতদিন থাকে। বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছে।"

"অর্থাৎ আঙ্কল যখন মারা যান, বাড়িতে আপনারা তিনজনই...?"

"তা কেন, ডাক্তারবাবুও ছিলেন। ডাক্তারের হাতের উপরেই তো আঙ্কল...। ফোনে খবর পেয়ে হ্যারিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চলে এল।"

"হ্যারি...?"

"আঙ্কলের দাদার ছেলে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে থাকে। কারনানি ম্যানশনে। এ ছাড়া নির্মলা ঘাবড়ে গিয়ে ভাড়াটেদের খবর দেয়। তারাও এসে গিয়েছিল।"

"আপনাদের ক'জন ভাড়াটে?"

"দু'টো ফ্যামিলি। একতলায় থাকে।"

"তাঁরাও কি আর্মেনিয়ান?"

"এই শহরে আর্মেনিয়ান আর কোথায় ম্যাডাম। কমতে-কমতে সাকুল্যে আমরা এখন একশো'জন হব কিনা সন্দেহ। বেশির ভাগই হয় অস্ট্রেলিয়ায় কেটে পড়েছে, নয়তো ব্যাক টু আর্মেনিয়া।" জেসমিনের মুখে বিষণ্ণ হাসি, "আমাদের টেনেন্টদের মধ্যে একটা ফ্যামিলি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, অন্যটি কেরালাইট ক্রিশ্চান।"

"আর কে এসেছিল সেদিন?"

"বাহাদুর... মানে আমাদের দরোয়ান এক-দু'বার দোতলায় উঠেছিল। ডাক্তারবাবু যে ইঞ্জেকশনটা লিখে দিয়েছিলেন, বাহাদুরই দৌড়ে গিয়ে কিনে আনে। ওষুধটা অবশ্য পুশ করার আর সময় পাওয়া যায়নি।"

"তার মানে সেদিন রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে অনেক লোক?"

"হ্যাঁ, যাদের কথা বললাম। ভাড়াটেরা আসা-যাওয়া করছিল, হ্যারি তো থেকেই গেল। ও হ্যাঁ, হ্যারির বউ সুজানও এসেছিল। ভোর রাতে।"

"আপনারা কি সারারাত আঙ্কলের ডেডবডির পাশে ছিলেন?"

"কেউ না-কেউ তো ছিলই। হয় নির্মলা, নয় হ্যারি, কিংবা একতলার কেউ। আমি ঢুকছি, বেরোচ্ছি...। মাঝে অবশ্য ঘণ্টাখানেকের জন্য নিজের ঘরে গিয়েছিলাম। আন্টি খুব কান্নাকাটি করছিলেন তো, তাই জোর করে তাঁকে আমার ঘরে শোওয়াতে হয়েছিল। আন্টির মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে কখন আমারও চোখ দু'টো একটু জড়িয়ে আসে। সুজান আসার পরে অবশ্য জেগে যাই। তারপর তো একের পর-এক আত্মীয়, প্রতিবেশী, আর বন্ধুরা আসতে শুরু করল।"

"ফিউনারেল কি পরদিনই হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। সকালেই বডি পিস হ্যাভেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে সূর্যাস্তের আগেই...।" জেসমিন রুমালের খুঁটে চোখের কোল মুছল। শুকনো হেসে বলল, "এর পর আপনি কী প্রশ্ন করবেন, আমি জানি ম্যাডাম। ...হ্যাঁ, পিস হ্যাভেনে পাঠানোর আগে আঙ্কলকে যখন সুট পরানো হচ্ছে, তখনই সুজান আঙ্কলের কোমর থেকে সিন্দুকের চাবিটা খুলে আন্টির হাতে দেয়। যদ্দুর জানি, আন্টি তারপর থেকে চাবি আর কাছছাড়া করেননি।"

মিতিন হেসে ফেলল, "ভালই থট রিডিং পারেন দেখছি।"

"তা নয় ম্যাডাম। বেশ কয়েকবার পুলিশের কাছে এই ভাইটাল কোয়েশ্চেনটার উত্তর দিতে হয়েছে যে।"

পার্থ বলল, "হবেই তো। ওটাই তো আসল পয়েন্ট। একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে, রাত্তির থেকে ভোরের গ্যাপটুকুর মধ্যে হিরেটাকে সরানো হয়েছে। মিস্টার আরাকিয়েলের কোমর থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে হাতানো এবং সিন্দুক লক করে আবার চাবি কোমরে গুঁজে দেওয়া, এ তো জাস্ট মিনিট কয়েকের কাজ।"

"পুলিশও তো তাই বলছে। যুক্তিও।" জেসমিন দু'দিকে মাথা নাড়ল, "কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। ভেবেই পাচ্ছি না, শোকের মুহূর্তে কে ওই অপকর্ম করতে পারে!"

"আপনার মনটা বোধ হয় একটু বেশি সরল মিস ভারদোন।" পার্থ ভুরুতে ঢেউ খেলাল, "ভেবে দেখুন, সেই রাত্তিরে যারা ডেডবডির কাছাকাছি ছিল, তারা সকলেই তো ডায়মন্ডটার কথা জানত?"

"তা ঠিক। তবে...।"

nutun-pata.blogspot.com

"তবেটবে কিছু নেই। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ কী না করতে পারে। আমার তো মাথাতেই ঢুকছে না, কী করে আপনার পিসেমশাই ওরকম একটা দামি জিনিস ঘরে রাখার সাহস পেয়েছিলেন। সেদিন নয় ডামাডোল ছিল, এমনি দিনেই তো ওটা যে-কোনও সময় চুরি-ডাকাতি হয়ে যেতে পারত।"

"না, সেটা বোধ হয় সহজ ছিল না। আঙ্কল অসম্ভব সাবধানি ছিলেন। বাইরের লোক তো দূরস্থান, আমাদের কারওর সামনে উনি সিন্দুক খুলতেন না। এমনকী আন্টির সামনেও নয়। তা ছাড়া সিন্দুকে সিকিউরিটি অ্যালার্মের বন্দোবস্ত আছে। চাবি ছাড়া খোলা বা ভাঙার চেষ্টা করলে সাইরেন বেজে উঠবে।"

"কিন্তু চাবিটার জন্য তো উনি যে-কোনও দিন মার্ডারও হয়ে যেতে পারতেন।"

"সে ভয় তো ছিলই। আমি আর আন্টি কতবার বুঝিয়েছি... বলেছি, ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে আসতে... আঙ্কল শুনতেনই না। হিরেটা বাড়িতে না থাকলে সংসারে নাকি অমঙ্গল হবে।"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "আপনি কখনও হিরেটা দেখেছেন?"

"একবার। অস্ট্রেলিয়া থেকে ওঁর এক কাজ্‌িন এসেছিলেন, তাঁর পীড়াপীড়িতেই বের হয়েছিল।"

"কেমন দেখতে?"

"অনেকটা পায়রার ডিমের মতো। তবে আর-একটু ছোট। গোটা গা নিখুঁতভাবে কাটা-কাটা। পালিশটাও অসাধারণ। বাক্স খুললেই ঝলমল করে ওঠে। ওই অপরূপ হিরে চুরি যাওয়াটা যে কত দুর্ভাগ্যের...।"

জেসমিনের বাক্য শেষ হল না, মিতিনের মোবাইল ঝংকার তুলেছে। সেলফোন কানে চেপে উঠে গেল মিতিন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কথা সারছে।

টুপুর জেসমিনকে দেখছিল। কথা থামিয়ে বসে আছে চুপচাপ। মাথা ঝুঁকিয়ে। গোলাপি নেল-পলিশ লাগানো নখে আঙুল বোলাচ্ছে আনমনে। বোঝাই যায়, ভারী উদ্বেগে রয়েছে। একে পিতৃসম পিসেমশাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু, তায় একখানা আস্ত হিরে লোপাট, জেসমিনের তো বিচলিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। বেচারা।

মিতিন ফিরেছে। মোবাইল ফোন টেবিলে রেখে কোনও ভূমিকা না করেই বলল, "হ্যাঁ, কেসটা আমি নিচ্ছি।"

বিষাদের ছায়া সরে পলকে জেসমিনের মুখে অনাবিল হাসি। কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, "সো কাইন্ড অফ ইউ। এই মুহূর্তে আপনার মতো একজন নামী গোয়েন্দাকেই আমাদের প্রয়োজন। আন্টি অবশ্যই এবার মনে খানিকটা বল পাবেন।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব," মিতিন মিষ্টি করে হাসল, "কবে আপনাদের বাড়ি যাওয়া যায় বলুন তো? কাল?"

"কালকের দিনটা বাদ দিন ম্যাডাম। পরশু আসুন। কাল আমার কিছু বিজনেস অ্যাসাইনমেন্ট আছে।"

"আপনি ব্যবসা করেন বুঝি?"

"তেমন বড় কিছু নয়। নিজেই ডিজাইন করে শৌখিন মোমবাতি বানাই। নিউ মার্কেট আর নতুন শপিং-মলগুলোয় দু'-চারটে বাঁধা দোকান আছে, ক্যান্ডেলগুলো তাদের সাপ্লাই দিই।" বলতে-বলতে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করেছে জেসমিন। মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এতে বাড়ির অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারটাও পেয়ে যাবেন। আর ডিরেকশনটা হল, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে মারকুইস স্ট্রিটে ঢুকে...।"

"আমি চিনে নেব। তা হলে পরশুই যাচ্ছি? বিকেলে? অ্যারাউন্ড সিক্স?"

"ও কে। আন্টিকে আমি আজই জানিয়ে রাখছি।" জেসমিন উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে গিয়েও থমকেছে। ঘুরে ঈষৎ সংকোচের সুরে বলল, "ম্যাডাম, আপনার ফিজ্‌টা...?"

"পরে সেট্‌ল করব। আগে কাজ তো স্টার্ট করি।"

"তবু... এখন একটা অ্যাডভান্স...।"

"পরশু তো যাচ্ছি। তখন দেখা যাবে।"

খটখটিয়ে হিল বাজিয়ে জেসমিন চলে যেতেই পার্থ গজগজ করে উঠেছে, "তোমার কোনও দিন আক্কেল হবে না?"

মিতিন ভ্রুকুটি হানল, "কেন?"

"মিস হাসমিক ভারদোনের পেট থেকে আরও কিছু ইনফরমেশন টেনে আনব ভাবছিলাম। তুমি এমন তাড়া দিয়ে ভাগালে...।"

"নতুন কী জানতে, শুনি?"

"অ্যাটমস্‌ফিয়ারটা। যাদের-যাদের নাম করল, তাদের কাকে-কাকে সন্দেহ করা উচিত... তারা সব কে কেমন লোক... হিরের প্রতি কার কতটা লোভ আছে...।"

"হিরের উপর লোভ?" মিতিন শব্দ করে হেসে উঠল, "সে তো দুনিয়ার সবার। চান্স পেলে তুমি, আমি হিরে চুরি করে ফেলব কিনা তার ঠিক আছে?"

"হাহ, তোমার দৌড় জানা। অ্যাডভান্সের টাকাটাও তো ছেড়ে দিলে।"

"ঠিকই তো।" টুপুর সায় দিল, "আরাকিয়েল ফ্যামিলির যথেষ্ট পয়সা আছে। টাকা তোমার নেওয়াই উচিত ছিল।"

"টাকা তো এসেই যাবে।" মিতিন চোখ নাচাল, "তা হ্যাঁ রে, হাঁ করে জেসমিনের কথা তো গিললি। কিছু বুঝলি কি?"

"কেস তো সোজা। তুমি একটু সুতো নাড়লেই কালপ্রিট ধরা পড়ে যাবে।"

"অত জলভাত নয় রে টুপুর। আমার তো ধারণা, প্যাঁচ একটা আছে।"

"কী রকম?"

"দেখা যাক"

মিতিন উঠে বুমবুমের খাবার গরম করতে গেল। পার্থও রিমোট টিপে টিভি চালিয়েছে। চুপচাপ বসে ভাবছিল টুপুর। প্যাঁচের কথা বলল কেন মিতিনমাসি? এই কেসে কী ধরনের প্যাঁচ থাকতে পারে?

টুপুর জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকাল। নাহ, মগজে কিছু আসছে না।

॥ ৩ ॥

সকাল থেকে আকাশ আজ মেঘলা। একফোঁটা হাওয়া নেই। চৈত্রমাসের দশ তারিখ হয়ে গেল, এখনও একটা কালবৈশাখী এল না। রোজই বেলা বাড়লে মেঘগুলো বেপাত্তা হয়ে যায়, চলতে থাকে বিচ্ছিরি চাঁদিফাটা গরম। ভ্যাপসা-ভ্যাপসা। গা জ্বালানো।

গরমের মধ্যেই টুপুরকে নিয়ে দুপুরে বেরিয়ে পড়েছিল মিতিন। ঢাকুরিয়া থেকে ট্যাক্সি ধরে সটান নিউ মার্কেট। নতুন থানাটায়। আরক্ষা বাহিনীর অফিস রীতিমতো ব্যস্ত তখন। ঘরখানা পেরিয়ে মিতিন ওসি-র চেম্বারে উঁকি দিয়েছে।

মধ্যবয়সি থলথলে চেহারার অফিসারটি এক কনস্টেবলকে খুব দাবড়াচ্ছিলেন। মিতিনদের দেখে তাঁর গলা দিয়ে বুলেট ছিটকে এল, "ইয়েস?"

মিতিন ঋজু স্বরে বলল, "আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আপনাকে সকালে ফোন করেছিলাম...।"

"অ। আপনিই তিনি? আসুন। সঙ্গে লেজুড়টি কে?"

"আমার বোনঝি। কেসে আমাকে হেল্প-টেল্প করে।"

"পড়াশুনো ফেলে চোর-জোচ্চোরদের পিছনে ঘুরছে?"

টুপুর সামান্য সিটিয়ে গেল। কীরকম তেড়ে-তেড়ে কথা বলেন রে বাবা। মিতিনমাসির সঙ্গে পূর্বপরিচয় নেই, এ তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে নামটা নিশ্চয়ই জানেন।

মিতিন ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়েছে বেমালুম। দেখাদেখি টুপুরও বসল আড়ষ্টভাবে। কনস্টেবলটিকে ছেড়ে দিয়ে অফিসার গলাখাঁকারি দিলেন, "হ্যাঁ, কী যেন একটা দরকার ছিল আপনার?"

এবার মিতিন বিনীত স্বরে বলল, "মারকুইস স্ট্রিটের এক

আর্মেনিয়ান ফ্যামিলি...।"

"অ। সেই হিরে চুরির কেস? ওটা তো সেকেন্ড অফিসার দেখছেন। বিশ্বনাথ মই।"

"আমি কি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

"উনি কি আছেন! দাঁড়ান দেখছি।"

বলেই কলিংবেলে মুষ্ট্যাঘাত। ঝং শব্দ বেজে উঠতেই হুমড়ি খেয়ে ঘরে এক উর্দিধারী। ঝটাক স্যালুট মারতেই হুকুম জারি হল, "মইকো বুলাও।"

হুকুমবরদার বাইরে যেতেই মিতিন কেঠো হেসে বলল, "আপনার খুব দাপট আছে শুনেছি। অনিশ্চয় মজুমদার আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন।"

"আপনি আই-জি সাহেবকে চেনেন নাকি?"

"কেসের সূত্রে আলাপ। এখন ফ্যামিলিফ্রেন্ডের মতো হয়ে গিয়েছেন। বাড়িতে আসেন তো মাঝেমধ্যে।"

জাঁদরেল অফিসার পলকে মাখন। একগাল হেসে বললেন, "হেঁ হেঁ, আগে বলবেন তো। দু'টো ঠান্ডা আনাই? কী গো বোনঝি, খাবে তো কোল্ডড্রিংক?"

টুপুরের বাসনায় জল ঢেলে দিল মিতিন। বলল, "না না, এই গরমে ঠান্ডা খাওয়া ঠিক নয়।"

"তা হলে চা? কফি?"

"কিছু লাগবে না। আমি কাজটা করেই চলে যাব।"

"একটু অতিথি সংকারেরও সুযোগ দিলেন না। হেঁ হেঁ হেঁ।"

টুপুরের বেজায় হাসি পাচ্ছিল। হলফ করে বলতে পারে, অনিশ্চয় মজুমদার কস্মিনকালে মিতিনমাসিকে এই অফিসারটির কথা বলেননি। মিতিনমাসি যে এক একসময় কী অম্লান বদনে গুল মারে।

পিছনে হঠাৎ খোনা-খোনা গলা, "আমায় ডাকছেন স্যার?"

ঘাড় ঘুরিয়েই টুপুর বুঝল, ইনি বিশ্বনাথ মই না হয়ে যান না। পদবিটি চেহারার সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে গিয়েছে। লিকলিকে রোগা চশমাপরা তালঢ্যাঙা মানুষটিকে দেখলে গা বেয়ে চড়চড়িয়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করবে।

বড়বাবু গলা ফের রাশভারী করে বললেন, "এই ম্যাডামকে চেনেন?"

দু'দিকে মাথা দোলালেন বিশ্বনাথ, "না তো স্যার।"

"নামী ডিটেকটিভ। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আই-জি মজুমদার সাহেবের বন্ধু। মারকুইস স্ট্রিটের হিরে চুরির ব্যাপারটায় উনি আপনার কাছে কিছু জানতে চান।"

"ও।" চেয়ার টেনে বসলেন বিশ্বনাথ, "কী জিজ্ঞাস্য আছে ম্যাডাম?"

"না মানে... কেসটা তো আপনি ডিল করছেন। কী মনে হচ্ছে?"

"বেশ ভজকট। ওই হিরে উদ্ধার হওয়া খুব মুশকিল।"

"কেন? পাচার হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়?"

"লোকাল মার্কেটে বিক্রি হয়নি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওই সাইজের হিরে কোনও জহুরির কাছে বাঁকা পথে এলে শোরগোল পড়ে যেত। সোর্স তো আমাদের আছেই, কানে ঠিক চলে আসত খবর।"

"আর যদি বাইরে কোথাও চালান হয়ে গিয়ে থাকে?"

"সে আশঙ্কাও আমি খতিয়ে দেখিনি তা নয়।" নাকের মগডাল থেকে চশমা নেমে যাচ্ছিল, আঙুল দিয়ে তুলে বিশ্বনাথ বললেন, "ভেবে দেখুন, চোর যদি হিরেটা কাউকে পাস করে, তার বিনিময়ে নিশ্চয়ই মোটা টাকা নেবে। এবং সেই টাকা হজম করে ঘাপটি মেরে থাকা বেশ কঠিন কাজ। ব্যাঙ্কে তো রাখতে পারবে না, সুতরাং উসখুস করবে খরচ করার জন্যে। হয় অ্যাসেট কিনবে, নয়তো স্রেফ ওড়াবে। সন্দেহভাজন কারওর সম্পর্কেই এখনও সেরকম পিকচার পাইনি।"

মিতিন ভুরু কুঁচকে বলল, "কত দাম হতে পারে হিরেটার?"

"এটা অবশ্য অনেকটাই নির্ভর করে যে কিনছে তার শখ-মর্জির উপর। পাঁচ টাকার জিনিস কেউ যদি কুড়ি টাকা দিয়ে কেনে, আপনি কি আপত্তি করতে পারবেন? তবে বাজারচলতি মূল্য সম্পর্কে আমি একটা আন্দাজ দিতে পারি।" বিশ্বনাথ লম্বা শরীরটাকে আরও খানিক লম্বা করলেন, "মিসেস আরাকিয়েল বলছিলেন, হিরেটা নাকি গোলকুন্ডা মাইন্সের। এবং ওটি নাকি তিন পুরুষের সম্পত্তি। তাই যদি হয়, তবে ক্যারাট পিছু কম করে চল্লিশ লাখ।"

বড়বাবু বললেন, "চল্লিশ লক্ষ ইন্টু পাঁচ, কত হয়? দু' কোটি। কী বুঝলেন?"

মিতিনের আগে বিশ্বনাথবাবু বলে উঠলেন, "যে নিয়েছে, তার এখন সাপের ছুঁচো গেলা দশা। না পারছে ফেলতে, না পারছে গিলতে। আমিও তক্কে-তক্কে আছি। যেই না খোলশ ছেড়ে গাঝাড়া দেবে, অমনি ক্যাঁক।"

মিতিন হেসে বলল, "শুনলাম তো আপনি কবে জেরা করেছেন। কাকে-কাকে আপনার সন্দেহ হয়?"

বিশ্বনাথ বুঝি সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন। চশমা ঠিক করতে-করতে বড়বাবুর দিকে তাকাচ্ছেন। বড়বাবু ঢক করে ঘাড় নাড়লেন, "বলে দিতে পারেন। উনি আই-জি সাহেবের লোক।"

মিতিন তাড়াতাড়ি বলল, "বিশ্বনাথবাবু, ডোন্ট মাইন্ড, আপনার লিড থেকে যদি হিরেচোরকে ধরতে পারি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কৃতিত্বটা আমি আপনাকেই দেব।"

"আমার তালিকায় প্রত্যেকেই সন্দেহভাজন।" বিশ্বনাথের আঙুল ফের চশমায়। গলায় খানিক রহস্য মিশিয়ে বললেন, "মিসেস আরাকিয়েল নিজেই নাটকটি রচনা করতে পারেন। তারপর ধরুন, মহিলার যে ভাইঝিটি সঙ্গে থাকে... কী যেন নাম?"

"জেসমিন।"

"হ্যাঁ, জেসমিন। সে তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আরাকিয়েলের সবচেয়ে নিকটজন। চাবিটা অকুস্থল থেকে হাতিয়ে সে যে কুকাজটি করেনি, তাও কি নিশ্চিত করে বলা যায়? আর রাতদিনের কাজের মহিলারা যে কত কী কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা তো আপনারা রোজ কাগজেই দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং হাউসমেডটিকেও আমি ক্লিন-চিট দেব না।"

"আর হ্যারি?"

"সেও তো মোটেই সাধুপুরুষ নয়। প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে তার একটি হোটেল আছে। হোটেলটির খুব একটা সুনাম নেই। মাঝে-মাঝেই সেখানে জুয়ার আড্ডা বসে। হ্যারির আর্থিক অবস্থাও এখন পড়তির মুখে। এই ধরনের মানুষরা কখন কী করে বসে বলা কঠিন। আর একতলার ভাড়াটেদের মধ্যে ডিসুজা বড় চাকরি করতেন বটে, তবে তাঁর পুত্রটি ঘোর অপদার্থ। রোজগার প্রায় নেই বললেই চলে, সংসর্গও ভাল নয়। বাবার সঙ্গে সেও রাতে উপরে এসেছিল, আমি খবর পেয়েছি। বাকি রইলেন মিস্টার কুরিয়েন। তিনি একটি চিট ফান্ড চালান। তিনবার কোম্পানির নাম বদলেছেন। একবার জেলে যেতে-যেতেও বেঁচে গিয়েছেন। আশা করি, এঁকে কেন সন্দেহ করছি সেটা আর ভেঙে বলার দরকার নেই। আর আছে দরোয়ান। বাহাদুর। যতই নিষ্পাপ দেখাক, আমি কিন্তু এখনও তাকে ছেঁটে ফেলিনি। হ্যারির বউও বরের সঙ্গে যোগসাজশ করে...।"

টুপুরের আর কানে ঢুকছিল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। বিশ্বনাথ মই বোধ হয় এবার ডাক্তারকেও টানাটানি করবেন। কিংবা মৃত মিস্টার আরাকিয়েলকে...।

মিতিনের কিন্তু এতটুকু বিরক্তি নেই। একগাল হেসে বলল, "অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আপনি আমাকে যে অমূল্য সাহায্যটি করলেন, তা আমার বহুকাল স্মরণে থাকবে।"

"এ তো আমার কর্তব্য ছিল ম্যাডাম। আই-জি সাহেবের পরিচিত আপনি... প্রয়োজন হলেই চলে আসবেন।"

বড়বাবু গদগদ মুখে বললেন, "সেদিন কিন্তু আপনাকে কিছু খেতেই হবে ম্যাডাম। নিদেনপক্ষে ডাবের জল...।"

"অবশ্যই।"

থানা থেকে বেরিয়ে ফের ট্যাক্সি। গনগনে আঁচ লেপে আছে ট্যাক্সির সর্বাঙ্গে। উনুনে বসানো চাটুর মতো গরম সিটে শরীর ছেড়ে

দিয়ে টুপুর বলল, "বিশ্বনাথবাবু তোমায় কিন্তু খুব হ্যারাস করলেন। ইচ্ছে করে গুলিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।"

"আহা, ওভাবে ধরছিস কেন? উপরতলার সঙ্গে খাতির আছে বলেছি তো, তাই একটু মই ঘষলেন। তা ছাড়া সরকারি তদন্তের গোপন তথ্য আমার কাছে গড়গড় করে উগরে দেবেন, এতটা আশা করাও কি ঠিক?"

"তা হলে এসেছিলে কেন? দুপুরটা তো বেকার গেল।"

"না রে, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। নয়-নয় করে ছিটেফোঁটা তো পেয়েছি। ওগুলোই কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করে এখন খেলাতে হবে। দেখি, একটু-একটু করে ছবিটাকে সাজাই।"

বাড়ি ফিরে মিতিন ঢুকে গেল নিজের ছোট্ট স্টাডিতে। বোধ হয় ছবি সাজাচ্ছে। মিতিনমাসি যে-কোনও কেসে কী করে এগোবে, এখনও তার থই পায় না টুপুর। দরকারই বা কী, মাসির পাশে-পাশে থেকে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াটাই তো যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। সুতরাং, এক্ষুনি-এক্ষুনি মাসির সঙ্গে বাতচিত করে লাভ নেই। কম্পিউটারে দাবা খেলতে বসে গেল টুপুর।

হিরে চুরির প্রসঙ্গ ফের উঠল সন্ধেবেলায়। প্রেস থেকে ফিরে পার্থ উত্তেজিত মুখে বলল, "তোর মাসি কাল অ্যাডভান্সটা না নিয়ে ভালই করেছে।"

মিতিন টুপুরের সঙ্গে বসে টিভি দেখছিল। ভ্রুভঙ্গি করে বলল, "হঠাৎ এই বোধোদয়?"

"ভেবে দেখলাম, এই কেসে আগাম দু'-পাঁচ হাজার নেওয়া মানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। তার চেয়ে স্ট্রেট পুরো দক্ষিণাটা হেঁকে দেবে। হিরের দামের এক পারসেন্ট।"

টুপুর বলে উঠতে যাচ্ছিল, সে তো অনেক টাকা গো! তাকে থামিয়ে মিতিন সরল মুখ করে বলল, "তাতে লোকশান হয়ে যাবে না তো?"

"কী বলছ? হিরের দাম সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে?"

"তোমার আছে?" মিতিন পালটা প্রশ্ন হানল, "তুমি কি আজকাল হিরের কারবার করছ?"

"আরে বাবা, হিরে ব্যবসায়ীদের

সঙ্গে গা ঘষাঘষি তো করি। মনে রেখো, আমার প্রেসটা বউবাজারে। যেখানে সোনা, রুপো, হিরে-জহরতের দোকান থিকথিক করছে।"

"বুঝেছি। আজ হিরে সম্পর্কে প্রচুর ফান্ডা নিয়ে এসেছ।"

"উঁহু, আগেই ছিল। আজ আবার একবার ঝালিয়ে নিলাম।" পার্থ সোফায় গ্যাট হয়ে বসেছে, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হিরেটার নাম জানো কি? কালিনান। ওজন পাঁচশো ক্যারাটেরও বেশি। দু' নম্বরে আছে ওর্লফ। তিনশো ক্যারাট। আমাদের কোহিনুরের র‍্যাঙ্ক ফিফথ। কেটেকুটে তার ওয়েট এখন দাঁড়িয়েছে একশো দু' ক্যারাটে। আর দশ নম্বর পজিশনটা হর্টেনসিয়ার। কুড়ি ক্যারাটের এই ডায়মন্ডটি এক সময় ফ্রান্সের রাজমুকুটে শোভা পেত। এখন অবশ্য হর্টেনসিয়ার ঠাঁই প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে।"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "তার মানে ওদের তুলনায় আরাকিয়েল বাড়ির হিরে নেহাতই পুঁচকে, কী বলো?"

"যাহ বাবা, পাঁচ ক্যারাট কি ছোট? কীরকম প্রাইস হতে পারে জানো?"

"কত আর। দু' কোটি মতো।"

"তাই বা কম কী? এক পারসেন্ট পাওয়া মানেও তো দু'লক্ষ। অবশ্য ওজনের হিসেবে।"

"কিন্তু আমার প্রাপ্য তো আরও বেশিও হতে পারে। কারণ, হিরের দাম তো শুধু ওজনে হয় না। কোন খনি থেকে সেটা পাওয়া গিয়েছিল, কতটা বিশুদ্ধ, কেমন কাটিং হয়েছে, রং, গ্লেজ, সবই ম্যাটার করে। প্লাস বিশেষ এক-একটা হিরের কত যে ইতিহাস থাকে। আমাদের কোহিনুরের কথাই ধরো না। মালবের রাজার কাছ থেকে বাবর নাকি কোহিনুর লুট করেছিলেন। মোগল সম্রাটদের হাত ঘুরে সেটি গেল নাদির শাহের কাছে। তারপর পেলেন পঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ। এবং শেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে। এমন হিস্ট্রি আছে বলেই কোহিনুর না এত ফেমাস। এবং দামটাও সব হিসেবের বাইরে।"

"সে যদি বলো, ওর্লফের হিস্ট্রি তো ঢের ঢের বেশি ইন্টারেস্টিং। এখন যদিও মস্কোয় আছে, কিন্তু আদতে ওটা নাকি ভারতের। দক্ষিণের এক মন্দিরে ওরকম দু'খানা হিরে নাকি বিষ্ণমূর্তির দু'চোখে সেট করা ছিল। এক ব্যাটা ফরাসি সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সময় ওই মন্দিরে ঢুকে পড়ে। পাথর দু'টো দেখেই তো তার চোখ চকচক। কিন্তু একটা চোখ খুবলে নেওয়ার পরেই লোকটা বেজায় ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মন্দির থেকে ধাঁ। তারপর ঘাবড়ে গিয়েই হোক, কী হিরে বলে চিনতে না পেরেই হোক, রত্নটিকে সে বেচে দিল এক ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। মাত্র দু'হাজার পাউন্ডে। তারপর ক্যাপ্টেন জাহাজ নিয়ে গেল আমস্টারডাম। সেখানে তখন থাকতেন রাশিয়ার এক কাউন্ট গ্রিগরি ওর্লফ। রানি ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের বিশেষ বন্ধু। নব্বই হাজার পাউন্ডে হিরেখানা কিনে ওর্লফ উপহার দিলেন রানিকে। আনন্দে আত্মহারা রানি রিটার্ন গিফ্‌ট হিসেবে আস্ত একখানা প্রাসাদই দিয়ে দিলেন ওর্লফকে। তিরিশ বছর পর নেপোলিয়ান হানা দিলেন মস্কোয়। পাছে নেপোলিয়ান হিরেটা নিয়ে চলে যান, ওর্লফকে লুকিয়ে রাখা হল এক পুরোহিতের সমাধিতে। তা নেপোলিয়ানও তো ছোড়নেওয়ালা নন। খুঁজে-খুঁজে ঠিক সন্ধান পেয়ে গেলেন হিরেটার। কিন্তু সমাধিস্থলে গিয়ে যেই না সৈনিকরা মাটি খুঁড়ে হিরে বের করতে যাবে, অমনি পুরোহিতের আত্মা এসে প্রচণ্ড অভিশাপ দিতে লাগল সৈনিকদের। তোদের ভয়ংকর ক্ষতি হবে... কেউ তোরা বেঁচে ফিরবি না... রাশিয়ানদের কাছে হেরে যাবি...।"

পার্থ গোঁফে তা দিল, "কী কপাল, নেপোলিয়ান শেষ পর্যন্ত রাশিয়াতে হেরেও গেলেন, ওর্লফও তাঁর কব্জায় এল না।"

"কোথা থেকে পেলে গো গল্পটা?" মিতিন চোখ নাচাচ্ছে, "সাজিয়ে গুছিয়ে গুল মারছ না তো?"

"আজ্ঞে না। ক'দিন আগে একটা বইয়ে পড়ছিলাম।"

"তা বিষ্ণুর চোখের সেকেন্ড হিরেখানা গেল কোথায়?"

"নিশ্চয়ই আছে কোথাও। খুঁজে দেখতে হবে।" বেশি জেরায় পড়ার আগে পার্থ মানে-মানে উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আমার সাজেশনটা কিন্তু খেয়াল রেখো। আরাকিয়েলরা যথেষ্ট মালদার পার্টি, দু' লাখের নীচে কখনও নামবে না।"

"মনে থাকবে।" মিতিন মুখ বেঁকাল। টুপুরকে বলল, "গালগল্পগুলো আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। কাল থেকে আমাদের কিন্তু অভিযান শুরু।"

টুপুর ঘাড় নাড়ল, "জানি তো।"

॥ ৪ ॥

বাড়িটা প্রাচীন, কিন্তু জরাজীর্ণ নয়। পাঁচিল ঘেরা সাহেবি ছাঁদের চেহারা। দোতলা। বেশ বড়সড় গাড়িবারান্দাওয়ালা। মজবুত পিলারে গাঁথা লোহার গেটখানা রীতিমতো সম্ভ্রম জাগায়। বাড়ি আর গেটের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চাতালের মতো। ঈষৎ এবড়োখেবড়ো, ঘাসবিহীন। পাঁচিলের গায়ে দু'খানা খুপরি-খুপরি ঘর। দরোয়ানের কোয়ার্টার।

মিতিন আর টুপুর খোলা গেট পেরোতেই এক নেপালি যুবক বেরিয়ে এসেছে, "কাঁহা জানা হ্যায়?"

"উপর। জেসমিন মেমসাবকা পাস।"

"আইয়ে। আইয়ে।"

গাড়িবারান্দা পর্যন্ত টুপুরদের পৌঁছে দিল গাটাগোট্টা চেহারার যুবকটি। সম্ভবত জেসমিনের নির্দেশেই এই খাতিরদারি। টুপুর ভাল করে দরোয়ানটিকে দেখে নিল। এই তবে বাহাদুর? বিশ্বনাথ মইয়ের মতো মিতিনমাসিও কি একে সন্দেহের তালিকায় রাখবে?

গোটা তিনেক ধাপ টপকালে চওড়া প্যাসেজ। তিনখানা টিউবলাইট জ্বলছে প্যাসেজে। দু'পাশে দু'খানা লম্বা-লম্বা দরজা। নেমপ্লেট লাগানো। ডিসুজা আর কুরিয়েন। আলোকিত প্যাসেজের শেষ প্রান্তে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি। বারচারেক পাক খেয়ে সিঁড়ি পৌঁছেছে উপরে। সিঁড়ির শেষে আবার একখানা লম্বা টানা প্যাসেজ। অন্দরে যাওয়ার জন্য দু'প্রান্তে দু'খানা, মধ্যিখানে পাশাপাশি তিনটে, মোট পাঁচটা দরজা। সামনেরটাতেই ডোরবেল।

জেসমিন বুঝি বেল বাজার প্রতীক্ষাতেই ছিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খুলেছে দরজা। নরম হেসে বলল, "ওয়েলকাম। আন্টি আপনাদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন।"

বর্গাকৃতি ড্রয়িংরুমে টুপুরদের বসিয়ে পিসিকে ডাকতে গেল জেসমিন। টুপুর ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছিল ঘরটাকে, আর চমৎকৃত হচ্ছিল। আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, সর্বত্রই অ্যান্টিকের ছড়াছড়ি। দেওয়ালআলমারিতে কত যে দুষ্প্রাপ্য পুতুল। যিশুখ্রিস্ট, মা মেরি থেকে শুরু করে কিমোনো পরা জাপানি মেয়ে...। ঘরের চারকোণে রাখা চারটে অর্ধচন্দ্রাকার শ্বেতপাথরের টেবিলে সাবেকি ফুলদানি, রঙিন বাতিদান। এখানে সেখানে শোভা পাচ্ছে সুদৃশ্য মোমবাতি। নানান নকশার, নানান আকারের। দেওয়ালে ছোট-বড় অয়েলপেন্টিং, রকমারি মুখোশ...। অদ্ভুতদর্শন এক বাঁশের চোঙাও টাঙানো আছে দেওয়ালে। পাশে একজোড়া বাঁকানো কাঠের পাত, গায়ে ছবি আঁকা। একখানা গ্র্যান্ড পিয়ানোও ঘরে মজুত। কার্পেটে শুয়ে আছে পিতলের হরিণ।

তারিফের সুরে টুপুর বলে উঠল, "কী গ্র্যানজার গো।"

মিতিন অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "মাথার উপর ল্যাম্পশেডগুলো দ্যাখ। স্টেন্ড গ্লাস। ইতালিয়ান।"

"জগঝম্প বাঁশের ভেঁপুটা কী গো?"

"ডিজিরিডু। অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের বাজনা। পাশের দু'টো বুমেরাং।"

"সেই অস্ত্র, যা ছুড়লে টার্গেটকে হিট করে আবার হাতে ফিরে আসে?"

"ইয়েস। তবে ছোড়াটা সহজ নয়। কেরামতি লাগে। এটাও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই...।"

মিতিন থেমে গেল। এক বয়স্ক মহিলাকে ধরে-ধরে আনছে জেসমিন। মহিলার চোখে রিমলেস চশমা, চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে লম্বা গাউন। চেহারাটি ছোটখাটো, রোগাসোগা। গায়ের রং এককালে টকটকেই ছিল। এখন তাতে কেমন বাদামি-বাদামি ভাব। চামড়াও বেশ শিথিল। বয়সের তুলনায় যেন একটু বেশিই বুড়িয়ে গিয়েছেন মহিলা।

মিতিন আর টুপুর উঠে দাঁড়িয়েছিল। জেসমিনের পিসি ইংরেজিতে বললেন, "শুভ সন্ধ্যা। আমি ইসাবেল আরাকিয়েল। প্রয়াত জোসেফ মেলিক আরাকিয়েলের হতভাগ্য স্ত্রী। তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।"

আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই মিতিন দ্রুত কাজের প্রসঙ্গে চলে এল, "প্রথমে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতটার সম্পর্কে বিশদ জানতে চাই। এবং একটু একান্তে।"

ইঙ্গিত বুঝেছে জেসমিন। তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা কথা বলুন, আমি ততক্ষণ একটু চা-কফির বন্দোবস্ত করি।"

"শুধু চা কিন্তু। লিকার উইদাউট শুগার। আর আমার এই অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য...।"

"কোল্ডড্রিংক, তাই তো?"

"দ্যাটস নাইস অফ ইউ।"

মধুর হেসে চলে গেল জেসমিন। মিতিন সোফা বদলে ইসাবেলের পাশে গিয়ে বসেছে। ইসাবেল অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছিলেন। দম নিয়ে বললেন, "আমি বাংলা বুঝি, কিন্তু বলতে পারি না।"

"ঠিক আছে, আপনি ইংরেজিতেই বলুন।"

"বাইশে ডিসেম্বরের ওই অপয়া রাতটাকে আমি মনে করতে চাই না। তবু তুমি যখন শুনতে চাইছ...। সন্ধে থেকে শুরু করি?"

"যেভাবে আপনার সুবিধে হয়।"

"বিকেলবেলা রোদ্দুর পড়ে এলে জোসেফ রোজ হাঁটতে বেরোতেন। অনেক কালের অভ্যেস। সেদিন ফিরলেন সাতটা সওয়া-সাতটা নাগাদ। তখন আমি টিভি দেখছিলাম। তা উনি তো গল্‌ফ কিংবা কার রেস ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন না... আমাকে ইভনিং টি দিতে বলে উনি চলে গেলেন পাশের লাইব্রেরিরুমে। চা নিয়ে গিয়ে দেখি, যথারীতি খবরের কাগজ খুলে বসেছেন। একটা পিকিউলিয়ার হবি ছিল জোসেফের। রোজ তিনটে-চারটে করে নিউজ পেপার কিনতেন, আর বসে-বসে যত ক্রসওয়ার্ড আর জাম্বল আছে, সেগুলোর সমাধান করতেন। বিশেষ-বিশেষ দিনে খবরের কাগজ বন্ধ থাকলে জোসেফ ছটফট করতেন সারাদিন। এমনই নেশা, ওই সময়ে কেউ কথা বলতে গেলেও তাঁর কী বিরক্তি।" ইসাবেল একটু থামলেন। বারকয়েক চোখ পিটপিট করে বললেন, "তবে সেদিন, কে জানে কেন, আমার সঙ্গে গল্প করলেন খানিক। হয়তো চিরতরে চলে যাবেন বলেই...।"

টুপুর ঝানু গোয়েন্দার স্বরে প্রশ্ন করল, "কী কথা হয়েছিল স্মরণে আছে?"

"তেমন বিশেষ কিছু নয়। ইসাবেলের মুখে দুঃখী হাসি, কাকে-কাকে কার্ড পাঠানো যায়, কার জন্য কী উপহার কিনতে হবে... দু' সপ্তাহ পরেই ক্রিসমাস ছিল তো।"

"দু' সপ্তাহ পরে?" টুপুর অবাক, "সেদিন তো ছিল ডিসেম্বরের বাইশ...?"

"আমরা পঁচিশে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করি না, মাই চাইল্ড। সেদিন শুধু একটা বাতি জ্বালাই। আর্মেনিয়ানদের ক্রিসমাসের উৎসব হয় ছয় জানুয়ারি।"

"তাই বুঝি?" ব্যাপারটায় বিশেষ একটা উৎসাহ না দেখিয়ে মিতিন ইসাবেলকে প্রসঙ্গে ফেরাল, "হ্যাঁ, তারপর কী হল?"

"আমি আবার বেডরুমে গেলাম টিভি দেখতে। জোসেফ ক্রসওয়ার্ড পাজলে মন দিলেন। জেসমিন আসার পর তিনজনে একসঙ্গে ডিনার সারলাম।"

"জেসমিন এলেন কখন?"

"ন'টা নাগাদ। কাজে বেরোলে ওর একটু রাতই হয়। ... ডিনারের পর জোসেফ কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন টেরেসে। তারপর আমরা তো শুয়েই পড়লাম। ঘুমটা যখন আসছে... হঠাৎ টের পেলাম জোসেফ আমায় ঠেলছেন। আলো জ্বেলে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি, বুকের যন্ত্রণায় উনি কুঁকড়ে-কুঁকড়ে যাচ্ছেন। ঘামছিলেনও ভীষণ। ভয় পেয়ে জেসমিনকে ডেকে তুললাম। আওয়াজে নির্মলাও জেগে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকাল ডাক্তারকে কল দিয়েছিল জেসমিন। তবে ডাক্তারবাবু আসার আগেই তো উনি কেমন স্থির হয়ে গেলেন।" ইসাবেলের গলা ধরে এল। নাক টেনে বললেন, "ডাক্তারবাবু চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। হার্ট পাম্প করলেন, মুখে মুখ লাগিয়ে বাতাস পাঠিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যার সময় শেষ, তাকে কি আর ধরে রাখা যায়। ইনজেকশনটাও তো দেওয়া গেল না।"

"সরি আন্টি।" মিতিন ইসাবেলের হাতে হাত রাখল, "জানি আপনাকে এসব প্রশ্ন করা মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার যে আমায় জানতেই হবে।"

"কিন্তু কিন্তু করছ কেন? বলো না?"

"আমি তো এসেছি আপনাদের হিরে হারানোর তদন্ত করতে...।" মিতিন গলা ঝাড়ল, "আর হিরেটা খোওয়া গিয়েছে মিস্টার আরাকিয়েল মারা যাওয়ার পর-পরই...।"

"মৃত্যুর ঠিক পরেই কিনা তা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, পঁচিশ তারিখ সকালে যখন সিন্দুক খুললাম, তখন দেখি বাক্সটা খালি।"

"আপনি তো আগে কখনও সিন্দুকে হাত দেননি?"

"না। জীবনে ওই প্রথম। সিন্দুক থেকে কিছু বের করার দরকার হলে জোসেফ ঘর বন্ধ করে সিন্দুক খুলতেন। তখন আমারও ঘরে থাকার অনুমতি ছিল না।" ইসাবেল একটা নিশ্বাস ফেললেন, "সেদিন জেসমিন কিছু টাকা চাইল। সমাধি দেওয়ার দিন খরচাপাতিগুলো হ্যারি মানে আমার ভাসুরের ছেলেই তো করেছিল। ওকে টাকাটা ফেরত দেবে বলে...। ভাগ্যিস খুললাম, চুরিটা তাই তখনই ধরা পড়ল।"

"হঠাৎ বাক্সটাই বা দেখতে গেলেন কেন? ওটা তো খোলার প্রয়োজন ছিল না!"

"নিছকই কৌতূহলে। আগে কখনও সিন্দুক খুলে দেখার সুযোগ পাইনি তো।"

"হুম। জেসমিন তখন কোথায়?"

"বেরিয়েছিল কী যেন কিনতে। ফোন করে জানাতেই ও চলে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশকে...।"

"ও।" মিতিন একটু থেমে থেকে বলল, "আচ্ছা আন্টি, চাবিটা তো মিস্টার আরাকিয়েলের কাছেই থাকত?"

"বরাবর। আমি যখন বিয়ের পর এ বাড়িতে আসি, তখন থাকত শ্বশুরমশাইয়ের হেপাজতে। তিনি গত হওয়ার পর থেকে জোসেফই...। চাবিটা যেন ওঁর শরীরের একটা অংশ বনে গিয়েছিল।"

"তা আপনার হাতে চাবিটা এল কখন?"

"ওই রাত্তিরে তো চাবির কথা আমার মাথাতেই ছিল না। মগজ কাজই করছিল না কোনও। কখন যেন জেসমিনের ঘরে গিয়ে শুয়েছিলাম, তারপর সকালে ফের ও ঘরে যেতে সুজান আমাকে চাবিটা দিল।"

"মিস্টার হ্যারির বউ?"

"তুমি তাকে চেনো?"

"জেসমিনের মুখে নামটা শুনেছি।"

"হ্যারি আর সুজান আমার উপর খুব রেগে আছে।"

"কেন?"

"পুলিশ ওদের খুব জেরা করেছে তো। ভাবছে আমি ওদের নামে নালিশ করেছি।" ইসাবেল ফের একটা নিশ্বাস ফেললেন, "বোঝে না,

boiRboi.blogspot.com

আমিও নিরুপায়। পুলিশকে তো বলতেই হবে সেদিন রাতে জোসেফের পাশে কারা-কারা ছিল।"

"বটেই তো। রাতভর চাবি ছিল মিস্টার আরাকিয়েলের কোমরে। তখনই সিন্দুক খুলে হিরে সরানো হয়েছে কিনা পুলিশ তো খতিয়ে দেখবেই।" মিতিন আড়চোখে অন্দরে যাওয়ার দরজাটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "তা সুজানের হাতে চাবি এল কীভাবে?"

"সুজান তো সকলের সামনেই জোসেফের কোমর থেকে খুলল।"

"সবাই মানে? কে কে ছিল তখন?"

"অনেকে। হ্যারি, মিস্টার ডিসুজা, মিসেস কুরিয়েন...। এ ছাড়া জেসমিন, নির্মলারা তো ছিলই।"

"আপনার ভাড়াটেরা কি হিরেটার কথা জানতেন?"

"অজানা ছিল না। আমি কখনও সেভাবে আলোচনা করিনি বটে, তবে দু'-একবার হয়তো বলেছি। ডিসুজা কুরিয়েনদের সঙ্গে জোসেফের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। জোসেফও হয়তো গল্প করে থাকতে পারেন।"

"এবার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন। ভাড়াটেদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?"

ইসাবেল চুপ। প্রায় মিনিটখানেক নীরব থেকে বললেন, "পিটার ডিসুজা ছিলেন জোসেফের বন্ধু। অ্যালবার্ট এই বাড়িতেই জন্মেছে। কুরিয়েনরাও আছে প্রায় তিরিশ বছর। ওদের সম্পর্কে আমি কী মন্তব্য করব বলো? সজ্ঞানে এরা আমাদের ক্ষতি করবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। ওদের সন্দেহ করলে তো জেসমিন, নির্মলা, হ্যারিদেরও সন্দেহ করতে হয়।"

"নির্মলাও কি বহুদিনের পুরনো...?"

"হ্যাঁ। ষোলো বছর বয়স থেকে আছে। আর্মেনিয়ান চার্চ কিছু বৃদ্ধাশ্রম আর অনাথালয়ের সঙ্গে যুক্ত। ওই রকমই একটা অনাথ আশ্রম থেকে জোসেফ এনেছিলেন নির্মলাকে। এখন জেসমিনও আমার মেয়ে, নির্মলাও আমার মেয়ে।" বলতে-বলতে ইসাবেল হঠাৎই চঞ্চল, "কী কাণ্ড দ্যাখো... নির্মলা এখনও তো তোমায় চা দিয়ে গেল না! দাঁড়াও তো, দেখি উঠে।"

ইসাবেলকে অবশ্য উঠতে হল না। নির্মলা প্রায় তখনই ট্রে সাজিয়ে ঢুকেছে। ক্ষণিকের জন্য টুপুরের মনে হল, আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিল নাকি নির্মলা? চা, কোল্ডড্রিংক নামিয়েই সে চলে গেল বটে, তবে তার আগেই টুপুর তাকে মোটামুটি জরিপ করে নিয়েছে। চেহারায় একটু যেন আদিবাসী-আদিবাসী ভাব। বছর তিরিশেকের নির্মলার কালোকুলো মুখে একটা আপাত সারল্য থাকলেও খুদে-খুদে চোখের ঘূর্ণন বলে দেয়, সে মোটেই বোকা নয়। মিতিনমাসি কি নজর করল ব্যাপারটা?

চা শেষ করে মিতিন বলল, "চলুন আন্টি, এবার আপনার শোওয়ার ঘরে যাই।"

ইসাবেল বললেন, "তা হলে জেসমিনকে ডাকি? আমাকে একটু ধরুক।"

"আমি হেল্প করব?"

"না না, তুমি কেন? ওরা তো আছে।"

"আপনার প্রবলেমটা কী আন্টি? হাঁটু?"

"শুধু হাঁটু নয়, সর্বাঙ্গই যেন অচল হয়ে আসছে। এই ক'মাসে যে কী হল, পায়ে আর তেমন জোর পাই না, হাতে বল নেই, আঙুলগুলোও বড্ড কাঁপে...।" ইসাবেলের স্বর দুলে গেল, "অবশ্য আমার আর থেকেই বা কী লাভ! উনি নেই, আরাকিয়েল বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক হিরেটাও বিদায় নিল...।"

ইসাবেলের হাহাকারে টুপুরের চোখ ছলছল এবার। মিতিনের কিন্তু তেমন কোনও তাপউত্তাপ নেই। গলা উঁচিয়ে ডাকল জেসমিনকে। ভাইঝিকে ধরে কাঁপা-কাঁপা পায়ে হাঁটছেন ইসাবেল। পিছন-পিছন মাসি-বোনঝি।

ড্রয়িংরুমের ডান পাশের ঘরটি লাইব্রেরি। মোটা-মোটা আইনের বইয়ে চার দেওয়াল ঠাসা। আইনজ্ঞের টেবিলচেয়ার ছাড়াও একখানা গোল শ্বেতপাথরের টেবিল রয়েছে ঘরে। সাবেকি আরামকেদারাও। কড়িবরগাওয়ালা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে চার ডাঁটির ফ্যান।

ঘরটা পেরোতে-পেরোতে টুপুর প্রশ্ন করল, "মিস্টার আরাকিয়েল বুঝি ল'ইয়ার ছিলেন?"

"উঁহু।" জেসমিন উত্তর দিল, "আঙ্কলের বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ভাল পশার ছিল।"

"আর আঙ্কল? বিজনেস?"

"অনেকটা ওই রকমই। আঙ্কলের ঘোড়দৌড়ে খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর নিজের ঘোড়াও দৌড়ত কলকাতা আর বেঙ্গালুরুর ট্র্যাকে। পরে রেসের মাঠের রোজগার লাগিয়ে দেন বিভিন্ন কোম্পানিতে। নিয়মিত ডিভিডেন্ড পেতেন, দিব্যি চলে যেত।"

কথায়-কথায় পরের ঘরখানায় পা রেখেছে টুপুর। আগের দু'টো ঘর বড় ছিল বটে, কিন্তু এটা যেন বিশাল। চারখানা দরজার একটা বাইরের প্যাসেজে বেরনোর, একটা পাশের ঘরে যাওয়ার, তৃতীয়টি অন্দরকে যুক্ত করেছে, চতুর্থটি দিয়ে গাড়িবারান্দার মাথার টেরেসটিতে যাওয়া যায়। লাইব্রেরি ঘরের দরজাটি ছাড়া বাকি তিনটি দরজা অবশ্য বন্ধ। লম্বা-লম্বা জানলায় ভারী-ভারী পরদা ঝুলছে।

ঘরে ঢুকেই টুপুরের চোখ গিয়েছে সিন্দুকে। গোলাকার হাতলওয়ালা দেওয়ালে গাঁথা আয়রন চেস্ট। বিছানার ওপাশে, ঘরের কোনায়। প্রকাণ্ড খাটটি থেকে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে। আস্তে-আস্তে বাকি আসবাবেও দৃষ্টি ঘুরল টুপুরের। বিডে কারুকাজ করা ভারী চমৎকার দু'টো কাঠের আলমারি, তাদের মাঝখানে একটা পুরনো অ্যাকোয়ারিয়াম, সাহেবি আমলের ড্রেসিংটেবিল, মানুষপ্রমাণ দোলআয়না, সবই বেশ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে সাজানো। মেঝের লতাপাতার স্কার্টিং যেন আলাদা একটা মাত্রা এনেছে সজ্জায়। শুধু হালফ্যাশনের স্ট্যান্ডে টিভিটাই যা খাপছাড়া।

ইসাবেল খাটে বসেছেন। পাশে জেসমিন। মিতিন সোজা সিন্দুকের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "একবার খোলা যাবে কি?"

"অবশ্যই।" গাউনের পকেট থেকে একজোড়া চাবি বের করলেন ইসাবেল। জেসমিনকে বললেন, "দেখিয়ে দাও।"

পুরু লোহার পাল্লার ভিতরভাগে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সঠিক চাবি ছাড়া খোলার চেষ্টা করলে যা কিনা সশব্দে বেজে ওঠে। সিন্দুকের দু'টো তাকই প্রায় শূন্য। ফাঁকা ভেলভেটের বাক্স, একখানা ডায়েরি, খুচখাচ কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। নীচে বন্ধ লকার। জেসমিন বলল, "ওখানে টাকাপয়সা আর শেয়ারের সার্টিফিকেট থাকে। দেখবেন কি?"

"থাক।" মিতিন নীল ভেলভেটের আধারখানা খুলে দেখল। আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাক্সটা কি এখানেই ছিল? না লকারে?"

ইসাবেল বললেন, "আমি তো সেল্ফেই দেখেছি।"

"খোলা ছিল? না বন্ধ?"

"বন্ধই।"

"আচ্ছা আন্টি, হিরেটার কোনও ইনশিওরেন্স করানো হয়নি কেন বলতে পারেন?"

"শুনেছি আমার শ্বশুরমশাই একবার চেষ্টা করেছিলেন। ইনশিওরেন্স কোম্পানি নাকি খুব বেশি টাকার প্রিমিয়াম হাঁকে। শর্তও দেয় অনেক। কোথায় রাখতে হবে, কীভাবে রাখতে হবে...। শ্বশুরমশাই হিরে সিন্দুক থেকে সরাতে রাজি হননি। জোসেফও আর ও ব্যাপারে গা করেন কোনও।"

"ও।" মিতিন কথা বলতে-বলতে ডায়েরিটা দেখছিল। হাল্কা বিস্ময়ের সুরে বলল, "এ তো অনেক পুরনো! উনিশশো বাহাত্তর সালের।"

"ওটিও শ্বশুরমশাইয়ের। ওই বছরে তিনি মারা যান। জোসেফ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন।"

"হুঁ।" ডায়েরিটা রেখে মিতিন এবার পায়ে-পায়ে এগোল দেওয়ালে ঝোলানো একটি ছবির সামনে। হ্যাট-কোট পরা এক

যুগপুরুষ সাহেবের ফোটো। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটির নীচে ছোট্ট শ্বেতপাথরের টেবিল, কাঠের চেয়ার। টেবিলে মোমদানিতে লাল বাটি-মোমবাতি। অর্ধেক জ্বলা বাতি থেকে মোম গলে টেবিলেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ছবিতে চোখ রেখে মিতিন বলল, "ইনি নিশ্চয়ই মিস্টার আরাকিয়েল?"

জেসমিন সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে ইসাবেলকে চাবি দিয়েছে। পকেটে চাবি রাখতে-রাখতে ইসাবেল ঘাড় নাড়লেন, "প্রায় কুড়ি বছর আগের। মধ্যবয়সে উনি যেন আরও রূপবান হয়েছিলেন।"

"ছবির নীচে মোমবাতি কে জ্বালান? আপনি?"

"হ্যাঁ। শুতে যাওয়ার আগে রোজ রাতে ওঁর ধ্যান করি। ওই চেয়ারে বসে।"

"সুন্দর-সুন্দর মোমবাতির সাপ্লায়ার কে? নিশ্চয়ই জেসমিন?"

লাজুক হেসে জেসমিন বলল, "অন্য কোনও মোমবাতি আন্টি ব্যবহারই করবেন না।"

"আপনার কারখানাটি কোথায়?"

"কারখানা-টারখানা আবার কী! নীচের একটা গ্যারাজে নিজে-নিজেই বানাই। হঠাৎ বেশি অর্ডার এসে গেলে নির্মলা সাহায্য করে হাতে-হাতে।"

কথোপকথনের মাঝে টুপুরের দৃষ্টি হঠাৎ অ্যাকোয়ারিয়ামে। দু'টো রেডসোর্ড টেল মারামারি জুড়েছে। একটা ধাড়ি অ্যাঞ্জেল ভারিক্কি ভঙ্গিতে এসে ঝগড়া থামাল। জলে ভাসমান কাচের পাত্র থেকে পুটপাট কেঁচো খেয়ে চলেছে মলির ঝাঁক। গাপ্পি গোরামিনরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আপন মনে। আশ্চর্য, এত কাণ্ডকারখানা চলছে জলে, অথচ জলের তলদেশ একদম স্থির। ঈষৎ সবজেটে জলে দুলছে ঝাঁঝি, ভাসছে জলজ উদ্ভিদ, মাছেরা হঠাৎ-হঠাৎ ডুব দিচ্ছে তলায়, সব মিলিয়ে কী অপরূপ দৃশ্য। বদলে-বদলে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো, প্রতি মুহূর্তে। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চোখে যেন নেশা লেগে যায়।

সত্যি, কী নিশ্চিন্ত জীবন মাছেদের। চুরিচামারির বালাই নেই। শোকতাপ নেই। বাড়ির কর্তা মারা গিয়েছেন, তাই নিয়ে কোনও বিকারও নেই। দিব্যি মজাসে আছে।

আহা রে, মানুষের জীবনও যদি এমন হত!

॥ ৫ ॥

ইসাবেলের ঘর থেকে বেরিয়ে আরাকিয়েলদের দোতলাটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল মিতিন। ভিতরবারান্দা, রান্নাঘর, বাথটব শোভিত স্নানাগার, নির্মলার থাকার জায়গা, জেসমিনের ডেরা...। জেসমিন থাকে ইসাবেলের শয়নকক্ষের একেবারে উলটো প্রান্তে। ঘরটা ওরকমই বড়, তবে আসবাবপত্র দিব্যি আধুনিক। কম্পিউটার, টিভি আর মিউজিক সিস্টেম মজুত। এ ঘর থেকেও টেরেসে যাওয়ার একটা দরজা আছে।

টেরেসে দাঁড়িয়ে মিতিন বলল, "আপনাদের গাড়িবারান্দার এই ছাদটাই বাড়ির সেরা জায়গা। কী হাওয়া এখানে।"

মিতিন-টুপুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছিল জেসমিন। হেসে বলল, "এই জায়গাটা আমারও খুব প্রিয়। কত সময় আমি এখানে বসে গান শুনি, বই পড়ি...।"

টুপুর বলল, "আমি হলে তো রাতে মাদুর পেতে এখানেই শুয়ে থাকতাম।"

"পারতে না। বড্ড মশা।" জেসমিন হাসিটাকে ছড়িয়ে দিল। মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "এবার এককাপ কফি হবে নাকি?"

"চলতে পারে। তবে তার আগে একবার নির্মলার সঙ্গে বসব।"

জেসমিনের হাসি নিভল, "আপনার কি নির্মলাকে সন্দেহ হয় ম্যাডাম?"

"নট এগজাক্টলি। সেদিন রাতের ডিটেলটা আমি প্রত্যেকের মুখ থেকেই আলাদা-আলাদাভাবে শুনতে চাই। নীচে ভাড়াটেদের কাছেও যাব।"

"বেশ। নির্মলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নিজের ঘরের মধ্যে দিয়ে অন্দরে গেল জেসমিন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নির্মলা হাজির। কোমরে জড়ানো ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে বলল, "আমায় ডাকছেন?"

কোনও ঘোরপ্যাঁচ নয়, মিতিন সরাসরি প্রশ্ন হানল, "হিরেটা কে সরিয়েছে বলো তো?"

নির্মলা পলকের জন্য থতমত। পরক্ষণে অবাক স্বরে বলল, "আমি কী করে বলব?"

"তুমিই তো বলবে। চুরিটা হয়েছে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতে। এবং একমাত্র তুমিই গোটা রাত ওই ঘরে ছিলে।"

"কে বলেছে?"

"তা জানার তো দরকার নেই। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।"

নির্মলা একটুক্ষণ চুপ। আস্তে-আস্তে ঠোঁটে একটা ফ্যাকাসে হাসি ফুটেছে। কেটে-কেটে বলল, "খবরটা যে-ই দিয়ে থাক, ভুল বলেছে। আমি মোটেই সারারাত ওই ঘরে ছিলাম না। দু'-দু'বার তো কিচেনে যেতে হল। কফি বানাতে।"

"কখন? কত রাতে? মিসেস আরাকিয়েল জেসমিনের ঘরে শুতে যাওয়ার পর?"

"হ্যাঁ। জেসমিন আন্টিকে নিয়ে গেল। একতলার পিটার আঙ্কল তো আগেই নেমে গিয়েছিলেন নীচে। মিস্টার হ্যারি আর অ্যালবার্ট গিয়ে বসলেন লাইব্রেরিরুমে। আঙ্কলের ফিউনারেল নিয়ে ওঁরা আলোচনা করছিলেন। তখনই মিস্টার হ্যারি আমায় ডেকে কফি বানাতে বলেন।"

"তার মানে আঙ্কলের ঘরে তখন আর কেউ নেই?"

"না, মিস্টার কুরিয়েন ছিলেন। উনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ, আঙ্কলের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করছিলেন। আমি ওঁকেও এককাপ কফি দিই।"

"মিস্টার কুরিয়েন ছিলেন কতক্ষণ?"

"কফি শেষ করেই তো চলে গেলেন। ফের সেই সকালে এসেছিলেন।"

"তুমিই শুধু রয়ে গেলে মিস্টার আরাকিয়েলের ঘরে?"

"একা ছিলাম না। কাপগুলো রাখতে এসে জেসমিনের রুমে গিয়েছিলাম। আন্টিকে দেখতে। ফিরে দেখি, মিস্টার হ্যারি আর অ্যালবার্ট বসে আছেন আঙ্কলের পাশে।"

"তারপর?"

"ওঁরা আমায় বললেন একটু রেস্ট নিতে। আমার একদম ইচ্ছে করছিল না। আঙ্কল আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মতো মনে করতেন...।"

নির্মলার গলা আবেগে বুজে এল। ঘনঘন চোখ মুছছে। মিতিন যেন দেখেও দেখল না। কাঠখোট্টাভাবে বলল, "আর দ্বিতীয়বার কফি করতে গেলে কখন?"

"সাড়ে তিনটে নাগাদ। মিস্টার হ্যারির ঢুলুনি আসছিল, ঘুম তাড়াতে...।"

"তুমি ছাড়া তখন কি মিস্টার হ্যারিই শুধু আঙ্কলের কাছে...?"

"অ্যালবার্টও ছিল। ওদের কফি দিয়ে এর পর আমি নিজের রুমে যাই।"

"শুতে?"

"না। মা মেরির কাছে প্রার্থনা করছিলাম, আঙ্কলের আত্মা যেন শান্তি পায়।"

"ফের আঙ্কলের ঘরে এলে কখন?"

"ভোর হওয়ার মুখে-মুখে।"

"তখন ঘরে কে কে ছিল?"

"কেউ না। অ্যালবার্ট নীচে চলে গিয়েছিল। মিস্টার হ্যারি ঘুমোচ্ছিলেন। ড্রয়িংরুমে। আমি গিয়ে বসার পরই অবশ্য মিস্টার হ্যারি

ratun-patabloom.com

জেগে যান। তারপর সকাল হওয়া পর্যন্ত তো আমি আর মিস্টার হ্যারি...।" নির্মলা মিতিনের চোখে চোখ রাখল, "পুলিশকেও আমি একই কথা বলেছি। মিলিয়ে দেখবেন।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও। জেসমিনকে বলো, আমরা ড্রয়িংরুমে আসছি। ওখানেই কফি খাব।"

নির্মলা চোখের আড়াল হতেই টুপুর কলকলিয়ে উঠল, "নির্মলাকে পুরো বিশ্বাস কোরো না মিতিনমাসি। ওর চোখ দু'টো মোটেই সুবিধের নয়।"

"দুনিয়ায় ক'জনই বা পুরো সত্যি বলে রে টুপুর। ঘেঁটে-ঘেঁটে সত্যিটাকে বের করতে হয়।"

"কিছু কি ধরতে পারলে?"

"সবে তো কলির সন্ধে।" মিতিন মৃদু হাসল, "চল, কফিতে চুমুক দিয়ে একতলার কাজটাও আজ চুকিয়ে ফেলি।"

শুধু কফি নয়, সঙ্গে এবার প্লেটভর্তি কাজু-চানাচুর। জেসমিন জোর করে একখানা খামও ধরিয়ে দিল মিতিনকে। অগ্রিম বাবদ চেক। না নিলে আন্টির নাকি অস্বস্তি হবে।

ইসাবেলের সঙ্গে অবশ্য আর দেখা হল না মিতিনদের। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ঘরে। জেসমিনকে বিদায় জানিয়ে মিতিন-টুপুর এসেছে ডিসুজাদের দরজায়।

একবার নয়, বারতিনেক বেল বাজানোর পর পাল্লা খুলেছেন দশাসই চেহারার এক প্রবীণ। বছর সত্তরের মানুষটির গায়ের রং ঈষৎ তামাটে, মাথাজোড়া টাক, চোখের পাতা ফোলা-ফোলা। পরনে গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট আর হাফহাতা গেঞ্জি।

হাসি-হাসি মুখে বৃদ্ধ বললেন, "ইয়েস?"

ইংরেজিতেই কথা শুরু করল মিতিন। হেসে বলল, "আমি দোতলার হিরে চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।"

"কী চুরি?"

"হিরে। মিস্টার জোসেফ আরাকিয়েলের।"

"না না, আমি মিস্টার ডিসুজা। আরাকিয়েলরা উপরে থাকে। ওই যে সিঁড়ি।"

টুপুর আর মিতিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ভদ্রলোক বোধ হয় কানে ভাল শোনেন না। এঁর সঙ্গে কীভাবে কথা চালানো যায়?

তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে মিতিন নিজের কার্ডটা বের করে দিল। চোখ থেকে অনেকটা তফাতে ধরে পড়লেন পিটার। তারপর একবার মিতিনকে দেখছেন, একবার টুপুরকে।

গলা সামান্য চড়িয়ে মিতিন বিনীতভাবেই বলল, "আমরা কি ভিতরে যেতে পারি?"

"ও শিওর। কাম ইন।"

বড়সড় ড্রয়িংরুমখানা রীতিমতো অবিন্যস্ত। সোফাগুলো দামি, কিন্তু এখন বেশ তেড়াবেঁকা দশা। কাগজ, জলের বোতল, আর সিগারেটের প্যাকেট ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। সেন্টার টেবিলে তাস। ঘরটা বোধ হয় পরিষ্কারও হয় না নিয়মিত। আসবাব-কার্পেট-মেঝেতে ধুলোর আস্তরণ।

মিতিন-টুপুর অন্দরে আসতেই পিটার যেন খানিক ব্যস্ত হয়েছেন। বিছানো তাস প্যাকেটে ভরতে-ভরতে বললেন, "বোসো। বিপত্নীকের ফ্ল্যাট তো, একটু অযত্নেই থাকে।"

"না না, ঠিক আছে।" মিতিন আর টুপুর বসেছে পাশাপাশি। মিতিন ফের গলা তুলে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই হিরে চুরির সংবাদটা জানেন?"

"জানব না? এত থানা-পুলিশ হয়ে গেল!" পিটারের ঘড়ঘড়ে গলা বেজে উঠল, "ওফ, পুলিশ আমাদের যা নাস্তানাবুদ করেছে। অ্যালবার্ট, মানে আমার ছেলে তো বাড়িতে থাকতেই চাইছে না। এমনিই মা মারা যেতে কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল...।"

"এখনও বুঝি উনি বাড়ি নেই?"

"আজ একটা কাজে বেরিয়েছে। দু'জন ফরাসি টুরিস্টকে কলকাতা দেখাচ্ছে।"

"গাইডের কাজ করেন বুঝি?"

"ওই আর কি। ও যে কখন কী করে...।"

টুপুর কানে-কানে মিতিনকে বলল, "তা হলে আর এখানে বসে কী লাভ? চলো, উঠে পড়ি।"

মিতিন যেন শুনেও শুনল না। সামান্য ঝুঁকে পিটারকে বলল, "আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি? জেরা নয়, কৌতূহল।"

"বলো কী জানতে চাও?" পিটার টানটান হলেন, "তবে আমি কিন্তু ওই চুরির ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।"

"হিরেটার ব্যাপারে তো জানেন?"

"জোসেফের মুখে শুনেছি। ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা ছিলেন সুরাটের নামী ডাক্তার। গুজরাতের কোনও এক স্থানীয় রাজাকে কঠিন অসুখ থেকে বাঁচিয়ে ওই হিরে উপহার পেয়েছিলেন। জোসেফ বড় সাবধানে রাখত রত্নটিকে।"

"আপনি কখনও হিরেটা দেখেছেন?"

"না। অনাত্মীয় কাউকে দেখানোর নাকি রেওয়াজ ছিল না।"

"আরাকিয়েল পরিবার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

"আমি ওদের খুব সম্মান করি। অর্থবান আর্মেনিয়ান হিসেবে জোসেফের একটা অহংকার ছিল বটে, তবে আচার-ব্যবহারে কখনও সৌজন্যের অভাব দেখিনি। সত্যি বলতে কী, দীর্ঘদিন রেলে চাকরি করেছি, রিটায়ারমেন্টের আগে ডিজিএম হয়েছিলাম, কিন্তু জোসেফের তুলনায় আমি তো নেহাতই চুনোপুঁটি। অথচ জোসেফ আমাকে বন্ধুর মতোই দেখত। ইদানীং জোসেফ দানধ্যানও করছিল খুব। কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজ অ্যান্ড ফিলানথ্রপিক অ্যাকাডেমিতে মোটা ডোনেশন দিত। প্রায়ই বলত, বউটউ না থাকলে গোটা সম্পত্তিটাই নাকি লিখে দিত অ্যাকাডেমিকে, কোনও হোমটোম করার জন্যে। আর্মেনিয়া থেকে অনেক গরিব-দুঃখী ছেলে এখানে এসে পড়াশুনো করছে তো, তারা যেন এখানে একটা আস্তানা পায়।"

মিতিনের ভুরুতে পলকা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল, "আর মিসেস আরাকিয়েল কেমন?"

"যথেষ্ট সহৃদয় মহিলা। আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মিসেস আরাকিয়েল যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তা বলার নয়। তাই তো সেদিন দুঃসংবাদটা পেয়েই অ্যালবার্টকে নিয়ে উপরে ছুটলাম। অ্যালবার্ট এমনই অবশ্য দোতলায় বেশি যেতে চায় না...।"

"কেন?"

"জেসমিন ওকে তেমন পছন্দ করে না যে। মেয়েটা একটু নাকউঁচু ধরনের। ওর মামারা ছিল গালস্টুন ফ্যামিলির, সেই দেমাকেই যেন ফুটছে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "গালস্টুনরা খুব বড়লোক ছিলেন বুঝি?"

"শুধু বড়লোক কী বলছ, টাকার কুমির। জোহানেস গালস্টুন তো এক সময় সাড়ে তিনশোখানা বাড়ি বানিয়েছিলেন কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার কুইন্স পার্ক, সানি পার্ক, ওঁরই হাতে তৈরি। এখন যেখানে নিজাম প্যালেস দ্যাখো, ওই জায়গাটাও ছিল গালস্টুনদের। বিশাল একটা পার্ক ছিল ওখানে। গালস্টুনদেরই নামে। তারপর তো হায়দরাবাদের নিজাম জায়গাটা কিনে...।"

পিটার বকবক করেই চলেছেন। মিতিন থামাল বৃদ্ধকে। গল্পের মাঝেই প্রশ্ন জুড়ল, "আপনার সঙ্গে জেসমিনের সম্পর্ক কী রকম?"

"আমিও ওই মেয়ের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলি না। এমন অসভ্য... আমার ফ্ল্যাটের পাশেই বাহারি মোমবাতি বানাচ্ছে... ভুলেও একটা উপহার দিল না কোনও দিন।"

"সত্যি, এ ভারী অন্যায়।" মিতিন ভ্রুভঙ্গি করল, "আচ্ছা, হ্যারির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

"অল্পস্বল্প। দেখা হলে হাসে, কেমন আছি জিজ্ঞেস করে...। তবে অ্যালবার্টের সঙ্গে ওর খাতিরটা আর-একটু বেশি।"

"কী করে হল?"

"শুনেছি হ্যারির হোটেল শিলটনকে ও টুরিস্ট জোগাড় করে দেয়।"

natun-vata.blogspot.com

"বুঝলাম।" মিতিন কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। দুম করে প্রশ্ন থামিয়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ডিসুজা। আজ তা হলে উঠি। পরে একদিন অ্যালবার্টের সঙ্গে নয় মোলাকাত হবে।"

"ওই হতচ্ছাড়াকে কি সহজে বাড়িতে পাবে?" পিটার মাথা নাড়লেন, "বরং অ্যালবার্টের মোবাইল নম্বরটা রাখো। তবে হিরের ব্যাপারে ও কিছু বলতে পারবে বলে মনে হয় না।"

মিতিন আর কথা বাড়াল না। নম্বরটা চুপচাপ তুলে নিল নিজের মোবাইলে।

পিটারের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে টুপুর ফিক করে হাসল, "চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা চালাতে গিয়ে তোমার গলা চিরে যায়নি মিতিনমাসি?"

"ওফ, তাও আবার ইংরেজিতে!" মিতিনও হাসছে, "একটা অভিজ্ঞতাও হল। ভাবছি এবার থেকে জেরা করতে বেরোলে ব্যাগে লবঙ্গ রেখে দেব।"

কুরিয়েনের ফ্ল্যাটে অবশ্য চিৎকারের প্রয়োজন হল না। ফটর-ফটর ইংরেজি বলারও নয়। বছর ষাটেকের কেরালাইট ক্রিশ্চানটি ভালই বাংলা জানেন। সম্ভবত ব্যবসার সুবাদেই। শীর্ণকায় মিসেস কুরিয়েনও বোঝেন মোটামুটি। তবে মিতিনের ভিজিটিং কার্ড দেখে এবং আগমনের উদ্দেশ্য শুনে দু'জনের কেউই প্রীত হলেন না।

মিতিনরা বসতে না-বসতেই কুরিয়েন গজগজ করে উঠলেন, "এভাবে আমাকে বারবার জ্বালাতন করার কী অর্থ?"

বিরক্তিটাকে বিশেষ আমল দিল না মিতিন। ঠান্ডা গলায় বলল, "উপায় নেই বলেই তো আসা। মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর রাতে আপনার হোয়্যার অ্যাবাউটস্‌টা জানাটা খুব ভাইটাল।"

"পুলিশকে তো বলেছি।"

"আমাকেও বলুন।"

"আপনি কে, অ্যাঁ?" লুঙ্গি-শার্ট পরা কুরিয়েন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "মিসেস আরাকিয়েল আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।"

"বলবেন কি না বলবেন সে আপনার ইচ্ছে।" মিতিনের স্বর আচমকাই কঠিন, "মনে রাখবেন, লজিক্যালি আপনিই কিন্তু মেন সাসপেক্ট।"

মোটা-মোটা সাদা গোঁফের ফাঁক থেকে প্রশ্ন ঠিকরে এল, "কোন হিসেবে?"

"কারণ তো অনেক। প্রথমত, আপনার চিটফান্ডের অবস্থা এখন খুব ভাল নয়। যারা টাকা রেখেছিল, তুলে নিতে চাইছে। আর আপনিও টাকা ফেরত দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, আপনার আগের কোম্পানিগুলো... মানে এখনকার বিজনেস আগে যেসব নামে ছিল...।"

"দাঁড়ান-দাঁড়ান। আমার ব্যবসার খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

"বাজারে আপনার রেকর্ড তো ভাল নয় স্যার। খবর তো বাতাসে উড়ছে।" মিতিন বেতের চেয়ারে হেলান দিল, "তারপর ধরুন, চটজলদি লাভের আশায় যেসব শেয়ার কিনেছিলেন,

natun-patra.blogspot.com

সেগুলোও তো ডুবুডুবু। হালে পানি পেতে এখন আপনার অনেক টাকার দরকার। পুলিশ তো বলছে, আপনি সম্ভবত ডায়মন্ডটা বেচে...।"

"বেচার প্রমাণ পুলিশের হাতে আছে নাকি?"

"প্রমাণ পুলিশ ঠিক বের করে নেবে। একবার হাতে দড়ি পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছেন, এবার আপনাকে গারদে পোরা এমন কিছু শক্ত হবে না।"

"আপনি কিন্তু বাড়ি বয়ে এসে আমায় ইনসাল্ট করছেন ম্যাডাম।"

"ইনসাল্ট কি সতর্কবাণী সেটা পরে টের পাবেন। শুধু শুনে রাখুন, আপনি যে সেদিন সিন্দুক খুলেছিলেন তার কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে।"

"মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে।" কুরিয়েন প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন, "আমি সিন্দুক স্পর্শও করিনি।"

"নির্মলা যখন কফি বানাতে গেল, তখন কি একা ঘরে শুধুই ধ্যান করছিলেন? ভুলে যাবেন না, ও ঘরের চারটে দরজাই তখন খোলা।"

"মোটেই না। ভিতরবারান্দার দরজা তখন ভেজানো ছিল।"

"প্রেয়ার করতে-করতে সেটাও লক্ষ করেছেন তা হলে?"

"হ্যাঁ...না...মানে...আগেই চোখে পড়েছিল।"

"বটে?"

মিতিনের ধারাল দৃষ্টির সামনে এবার যেন বেশ মিইয়ে গেলেন কুরিয়েন। স্বর নরম করে বললেন, "আপনি কিন্তু মিছিমিছি আমাকে জড়াচ্ছেন ম্যাডাম। মা মেরির নামে শপথ করে বলছি, হিরে আমি নিইনি।"

এতক্ষণে মিসেস কুরিয়েনেরও বাক্য ফুটেছে। ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "আমার স্বামী আর যাই হোন, চোর-বাটপাড় নন। নেহাতই সংসারী মানুষ আমরা। দু'-দু'টো মেয়ে আছে, তাদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি... সমাজে আমার প্রতিষ্ঠাও কম নয়। এক সময় ব্যবসায় একটু এদিক-ওদিক হয়েছিল ঠিকই, তা বলে উনি অন্যের বাড়ি থেকে হিরে হাতিয়ে নেবেন? এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। ঢের হয়েছে, এখন আপনারা আসতে পারেন।"

মিস্টার কুরিয়েনের পাংশু হয়ে থাকা মুখখানা দু'-চার সেকেন্ড দেখল মিতিন। তারপর মিসেস কুরিয়েনকে বলল, "বেশ তো, চলে যাচ্ছি। আপনিই বরং আপনার হাজব্যান্ডকে একটা প্রশ্ন করবেন।"

"কী?"

"একা ঘরে মিস্টার আরাকিয়েলের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে উনি কী করছিলেন!"

বলেই আর বসল না মিতিন। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসেছে টুপুরকে নিয়ে।

টুপুরের পেট কৌতূহলে ফুলছিল। গাড়িবারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করল, "এটা কেমন হল মিতিনমাসি? জানলে কী করে মিস্টার কুরিয়েনই সিন্দুক খুলেছিলেন?"

মিতিন মুচকি হাসল, "ধরে নে, মনশ্চক্ষে দেখেছি।"

"তুমি শিওর, হিরে মিস্টার কুরিয়েনই নিয়েছেন?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য। সবে তো পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো শুরু হল। এবার দ্যাখ না, একটু-একটু করে কেমন ঝাঁঝ ছড়ায়।"

"আশ্চর্য। মিস্টার কুরিয়েনের ব্যবসার হালহকিকতই বা এত জেনে ফেললে কীভাবে?"

"দুয়ে-দুয়ে চার করে।" মিতিন আলগা টোকা দিল টুপুরের মাথায়, "বুদ্ধিটাকে খেলা, তা হলেই বুঝে যাবি।"

॥ ৬ ॥

টুপুর বাংলা খবরের কাগজটা ওলটাচ্ছিল। পার্থমেসো যতক্ষণ থাকে, কাগজ তো হাতে পাওয়ার উপায় নেই। বাথরুমেও নিয়ে যায় আজকাল, কমোডে বসে খবর মুখস্থ করে। এ ছাড়া শব্দজব্দ তো আছেই। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে শব্দজব্দ, ভাতের গরাস মুখে তুলতে-তুলতে শব্দজব্দ, এমনকী বেরনোর আগে জুতো পরতে-পরতেও শব্দ মাথায় এলে টুক করে বসিয়ে দিচ্ছে ছকে। ভাগ্যিস আজ তাড়াতাড়ি প্রেসে ছুটল, নইলে থোড়াই এই সাড়ে ন'টায় কাগজ হাতে পেত টুপুর।

কিন্তু খবরের কী ছিরি! হাওড়ায় গুমখুন। পেরুতে ভূমিকম্প। ইরাকে বোমা বিস্ফোরণ। শ্যামনগরে রেল অবরোধ। উফ, একটাও কি সুসংবাদ থাকতে নেই? বেজার মুখে খেলার পাতায় গেল টুপুর। আছে, আছে! সানিয়া মির্জা জিতেছে কাল। সিনসিনাটি ওপেনে সানিয়া থার্ড রাউন্ডে উঠল। এক চেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে।

টুপুর ঝুঁকে পড়তে শুরু করল খবরটা। তিন সেটের লড়াই হয়েছে। প্রথম সেটে হেরে গিয়েছেন সানিয়া, পরের দু'টো সেটে...।

আচমকাই মনঃসংযোগে ব্যাঘাত। মিতিনমাসি কথা বলছে মোবাইলে, "অ্যাম আই টকিং টু মিস্টার অ্যালবার্ট ডিসুজা?"

ব্যস, সানিয়া মির্জা মাথায়। টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, তুমি অ্যালবার্টকে ফোন করছ... তার আগেই মিতিনমাসির আঙুল উঠে এসেছে ঠোঁটে। চুপ। এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন করে দিয়েছে লাউড স্পিকার। টুপুর শুনতে পেল একটা তড়বড়ে গলা ইংরেজিতে বলছে, "ও আপনিই তা হলে কাল আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার।" মিতিনের গলায় মধু ঝরছে, "আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল। কী চমৎকার মানুষ...।"

"তো? আমাকে ফোন করছেন কেন?"

"একটা খবর দেওয়ার ছিল।" মিতিন ঝটিতি বলল, "হিরের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি।"

এক সেকেন্ড বুঝি থমকে রইল গলাটা। তারপরই উচ্ছ্বাস উড়ছে, "পেয়ে গেলেন? এত তাড়াতাড়ি? কে নিয়েছিল?"

"নামটা বলা এখনই ঠিক হবে না। হিরে এখনও হাতে আসেনি। জাস্ট একটা স্টেপ বাকি।"

"ওহ!"

"আপনার কাছ থেকে শুধু একটা ইনফরমেশন চাই। তা হলেই হিরেটা লোকেট করে ফেলব।"

"কী বলুন তো?"

"ফোনে বলা যাবে না। আপনার সঙ্গে যদি একবার দেখা করা যায়...।"

"কখন?"

"যদি আজ দুপুরে সময় দেন...।"

"কিন্তু আমি যে আজ হোল-ডে বিজি।"

"মাঝে কি একটু টাইম বের করা যায় না?"

"এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন বলুন তো? খুব ফিশি মনে হচ্ছে!"

"গোটা ব্যাপারটাই তো ফিশি মিস্টার ডিসুজা। আমার মনে হয়, আপনিও চান হিরেটা এখনই উদ্ধার হোক। আফটার অল আপনাকেও তো কম হ্যারাসড হতে হয়নি।"

"তা ঠিক। জেসমিনকেও একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। মহারানির স্পর্ধা কত, অ্যালবার্ট ডিসুজাকে কিনা চোর ভাবে!" গলাটা একটু থেমে আবার বেজে উঠেছে, "একটা কথা বলুন তো। জেসমিনই কি হিরেটা হাতিয়েছে?"

"দেখা হলে সব জানতে পারবেন। তা হলে কখন আমরা মিট করছি?"

"এক কাজ করুন। দেড়টা... না না, দু'টো নাগাদ চলে আসুন।"

"কোথায়?"

"ভিক্টোরিয়ার সাউথ গেটে।"

"ফাইন। আমি পৌঁছে যাব।"

মোবাইল অফ করে মিতিন বলল, " তা হলে আমরা দেড়টায় রওনা দিই, কী বল?"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সে নয় যাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি এত কায়দা করে ডাকলে কেন?"

"জাস্ট একটু ভাঁজ মেরে নিলাম। নইলে থোড়াই রাজি হত।"

"তাও... তোমাকে গিয়ে তো হিরের ব্যাপারে কিছু একটা বলতে হবে।"

"তখনকার কথা তখন ভাবব'খন। যা, সকাল-সকাল স্নানটা সেরে নে।"

তক্ষুনি-তক্ষুনি অবশ্য উঠল না টুপুর। হাতে এখনও অনেক সময়, খেলার পাতাটা পড়ল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর গিয়ে উঁকি দিয়েছে রান্নাঘরে। আজ চিতল মাছের গাদা এনেছে পার্থমেসো। সাবধানে কাঁটা ছাড়াচ্ছে আরতিদিদি, মুইঠ্যা বানাবে। ওয়াও। তাক থেকে বয়াম পেড়ে টুপুর কুলের আচার বের করল খানিকটা। চাখতে-চাখতে বুমবুমের সঙ্গে খুনসুটি চালাল কিছুক্ষণ। খুব টিনটিন পড়ার নেশা হয়েছে বুমবুমের, ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিতেই সে কী চিলচিৎকার! ইতিমধ্যে হাতিবাগান থেকে মা'র ফোন এসে গেল। মিতিনমাসির কাছে টুপুরের সারাদিনের রুটিন জানতে চাইছেন মা। এর পরই তার ডাক পড়বে টের পেয়ে টুপুর সটান বাথরুমে।

স্নান করতে-করতে হঠাৎই মাথায় ফিরে এল হিরে চুরির ঘটনাটা। কুরিয়েনকেই যদি সন্দেহ মিতিনমাসির, তা হলে আবার অ্যালবার্টকে ডাকাডাকি কেন? মিস্টার আরাকিয়েলের কাছে একা থাকাই যদি বিচার্য হয়, নির্মলা মেরি বিশ্বাস তবে ছাড় পায় কোন হিসেবে? হিরে সরিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে রাখা নির্মলার পক্ষে কী এমন কঠিন কাজ। হিরের তো লয়ক্ষয় নেই, কম্পাউন্ডেই কোথাও মাটিতে পুঁতে রাখলে কে খোঁজ পাবে? রান্নাঘরের কৌটোবাটায় থাকলেই বা দেখছে কে? আটা-ময়দার লেচিতেও তো হিরেটা পুরে রাখা যায়। তারপর কোনও একদিন মওকা বুঝে কেটে পড়লেই ব্যস, দু' কোটি টাকার মালকিন। উঁহু, নির্মলাকেই ভাল করে চেপে ধরা উচিত। ...বাহাদুরকেই বা ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না কেন মিতিনমাসি? সেদিন রাত দু'টোর পর বাহাদুর কি একবারও দোতলায় ওঠেনি? সারারাত দরজা খোলা... কেউ এ ঘরে নিদ্রায়, কেউ ও ঘরে... তখন যদি বাহাদুর...? নাহ, মাথা খারাপ করে লাভ নেই। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

পাক্কা দুপুর দু'টোয় টুপুররা পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়ায়। চড়া রোদে পুড়ছে পৃথিবী। ট্যাক্সি থেকে নেমেই মাসি-বোনঝি দেখতে পেল, ভিতরের নুড়ি ছড়ানো পথ ধরে বাইরে আসছে এক বিচিত্রদর্শন মানুষ। চেহারায় নয়, সাজপোশাকে। টাইট জিনসে অজস্র তাপ্পি, ঢোল্লা টি-শার্টে রামধনু রং ঝিকমিক। বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। থুতনিতে ছাগলদাড়ি। চোখে সবজেটে সানগ্লাস। চুল সজারু-কাঁটার মতো খাড়া-খাড়া।

টুপুর অস্ফুটে বলল, "অ্যালবার্ট নাকি?"

"মনে হচ্ছে।" মিতিন মোবাইলের বোতাম টিপল, "দাঁড়া, ভেরিফাই করে নিই।"

মোক্ষম কৌশল। বিচিত্রদর্শন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, হঠাৎই পকেট থেকে সেলফোন বের করে নম্বর দেখতে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে মিতিন হাত তুলল, "হাই। আমি এখানে।"

কাঁধ দোলাতে-দোলাতে এগিয়ে এল অ্যালবার্ট। সানগ্লাস খুলে টুপুরকে একবার দেখে নিয়ে মিতিনকে বলল, "আপনিই মিসেস ডিটেকটিভ?"

"ইয়েস। ...চলুন না, ছায়ায় গিয়ে কথা বলি।"

আপত্তি করল না অ্যালবার্ট। তবে শিরীষগাছের নীচে সরে এসে বলল, "আমার কিন্তু হাতে সময় নেই। ভিতরে টুরিস্ট আছে।"

"জাস্ট দু'-চার মিনিট।" মিতিন অল্প হাসল, "একটা-দু'টো পয়েন্ট মিলিয়ে নিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"কী পয়েন্ট?"

"জেসমিন সেদিন সারারাত কী করছিল?"

"আগেই ধরেছিলাম, সরষের মধ্যে ভূত!" অ্যালবার্ট খসকুটে-মার্কা দাড়িতে হাত বোলাল, "নইলে আমার পিছনে ও পুলিশ লেলায়!"

"বলুন,বলুন। মনে করে-করে বলুন। আপনার উপরেই কিন্তু সব নির্ভর করছে। কিছু মিস করবেন না।"

"আমার নিখুঁত স্মরণে আছে। নির্মলা এসে ডেথ-নিউজটা দিতেই বাবা হাউমাউ করে উঠলেন। তাঁকে নিয়ে গেলাম দোতলায়। জেসমিন তখন..." অ্যালবার্ট নাক-চোখ-মুখ একসঙ্গে কুঁচকোল, "ইয়েস, জেসমিন তখন জোসেফ আঙ্কলের মাথার পাশে। ফোঁচ-ফোঁচ করে ন্যাকাকান্না কাঁদছে। দৃশ্যটা সহ্য হচ্ছিল না, বাবাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসেছিলাম। হ্যারি আসার পর আবার ঢুকলাম আঙ্কলের ঘরে।"

"মিস্টার হ্যারি এলেন কখন?"

"অ্যারাউন্ড টুয়েল্‌ভ। জেসমিন তখন আন্টিকে সান্ত্বনাবাক্য শোনাচ্ছে।"

"তারপর জেসমিন কী করল?"

"অনেকক্ষণ তো বসেই ছিল ওখানে। তারপর তো আন্টিকে নিজের রুমে নিয়ে গেল।"

"তখন ক'টা বাজে?"

"রাত পৌনে দু'টো... দু'টো...।"

"আর তো রাতে জেসমিনকে দেখেননি?"

"উঁহু, একবার যেন দেখেছিলাম। কখন যেন... কখন যেন...?"

"ভাল করে মনে করুন। স্টেপ বাই স্টেপ।"

"ওয়েট, ওয়েট। ওরা যাওয়ার পর তো আমি আর হ্যারি এলাম লাইব্রেরিরুমে। আঙ্কলের সংকার নিয়ে হ্যারির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হ্যারির মাথা ধরেছিল খুব, নির্মলাকে কফি বানাতে বলল। নির্মলাও গেল কিচেনে।"

"তখন নিশ্চয়ই মিস্টার আরাকিয়েলের বডির পাশে কেউ নেই?"

"নো, নো। কুরিয়েন আঙ্কল ছিলেন তো। উনি তো কফি খেয়ে নীচে গেলেন।"

"আর আপনারা? লাইব্রেরিরুমে রইলেন?"

"উঁহু, আমরা তো তখন ড্রয়িংরুমে। ইনফ্যাক্ট, কফিটাও তো খেলাম ড্রয়িংরুমে বসে। হ্যারি ল্যান্ডলাইন থেকে পরপর ফোন করছিল যে। রিলেটিভদের।"

"অত রাতে আত্মীয়দের ফোন?"

"নট ইন দিস কান্ট্রি ম্যাম। অস্ট্রেলিয়ায়, স্টেট্‌সে, আর্মেনিয়ায়...। গোটা বিশ্বেই তো ওদের আত্মীয় ছড়ানো।" অ্যালবার্ট ডিঙি মেরে ভিক্টোরিয়ার গেটের ওপাশটা দেখে নিল। ফের ডুব দিয়েছে স্মরণে। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ, ওই সময় জেসমিন আসেনি।"

"তা হলে?"

"ফোনটোন সেরে কিছুক্ষণ পর আবার আমরা জোসেফ আঙ্কলের কাছে গেলাম। হ্যারি ছেলেবেলার গল্প বলছিল। রিগার্ডিং জোসেফ আঙ্কল। শুনছিলাম। রেসের মাঠে যাওয়ার আগে জোসেফ আঙ্কল নাকি একবার হ্যারিদের বাড়ি যেতেনই। হ্যারি নাকি আঙ্কলের গুডলাক ছিল...।"

"হ্যারিরা বরাবরই আলাদা থাকতেন নাকি?"

"শুনেছি বিয়ের পরই হ্যারির বাবা কারনানি ম্যানশনে চলে যান।"

"কেন?"

"দ্যাট আই কান্ট সে। আমার অন্যের ব্যাপারে জানার অত কিউরিওসিটি নেই।"

"বেশ। তারপর কী হল?"

"নির্মলাও শুনছিল গল্প। আমরা ওকে নিজের রুমে গিয়ে রেস্ট নিতে বলেছিলাম...। যায়নি। দেন... হ্যারি আবার একবার কফি চাইল। সেকেন্ড টাইম কফি দিয়ে নির্মলা অবশ্য আর বসেনি, নিজের রুমে চলে যায়।"

"তখন বুঝি জেসমিনকে দেখলেন?"

"ইয়েস, ইয়েস। তখনই তো...। আমরা ড্রয়িংরুমে গেলাম সিগারেট খেতে। সেই সময়েই জেসমিন ড্রয়িংরুমে একবার উঁকি দিয়েছিল। আমি আছি দেখেই বোধ হয় আর ভিড়ল না, চলে গেল।"

"তখন টাইম কত?"

"জোসেফ আঙ্কলের রুমে বসে কফি খেলাম অ্যারাউন্ড পৌনে চারটে। কফি শেষ করে হ্যারি আমার কাছে সিগারেট চাইল। আমি প্যাকেট নিয়ে যাইনি... নীচে গেলাম আনতে। ফিরেছিলাম বোধ হয় মিনিট পনেরো পর।"

"অতক্ষণ লাগল কেন?"

"পেটটা একটু আপসেট লাগছিল। টয়লেটে গিয়েছিলাম।" লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসল অ্যালবার্ট, "ফিরে ড্রয়িংরুমে বসি। উইথ হ্যারি। অর্থাৎ ধরুন... তখন চারটে বেজেছে। তারপর তো হ্যারি সোফায় হেলান দিল, আমিও নীচে এসে শুয়ে পড়লাম।"

"আবার কখন গেলেন দোতলায়?"

"বেশ লেটেই। তখন উপরে বাড়িভর্তি লোক। আঙ্কলকে পিস হ্যাভেনে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় চলছে।" বলেই অ্যালবার্টের চটজলদি প্রশ্ন, "কী বুঝলেন? জেসমিনই হিরেটা সরিয়েছে তো?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেল না।" মিতিনের স্বর সহসা বদলে গিয়েছে। ঈষৎ রুক্ষভাবে বলল, "আপনি কিন্তু কিছু একটা বাদ দিয়ে গেলেন অ্যালবার্ট।"

"কখনও না। নেভার।" অ্যালবার্ট জোরে-জোরে ঘাড় নাড়ছে, "সব তো বললাম, ইন ডিটেল।"

"উঁহু। একটা খিঁচ রয়েই যাচ্ছে।" মিতিনের চোখ সরু, "ওয়ান অফ ইওর অ্যাকশনস ইজ় মিসিং।"

"বিলিভ মি, দ্যাট নাইট যা যা করেছি, সব বলেছি। আপ অন গড। মিথ্যে বললে আমার জিভ খসে পড়বে।"

মিতিন একটুও গলল না। একই সুরে বলল, "কী খসবে দেখতেই পাবেন। একটা কথা ভুলবেন না, সাসপেক্ট লিস্টে আপনার নামটা কিন্তু একেবারে উপরের দিকে।"

"কী অন্যায় কথা। কেন?"

"কারণ, হিরে হাতানোর সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। এবং সেটি পাচার করা আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সহজ।"

"ও গড, কেস যে পুরো উলটে গেল!" অ্যালবার্ট কটমট তাকাল, "আমাকে ফাঁসানোর জন্যই ডেকেছেন নাকি?"

"ফাঁসার মতো কাজ করে থাকলে তো ফাঁসবেনই।" মিতিনের স্বর আরও কঠিন, "শেষরাত্তিরে সিন্দুকটা খুলেছিলেন কেন, অ্যাঁ?"

"আ-আ-আ-আ-আমি?"

"হ্যাঁ। আপনিই। অবাক হওয়ার ভান করবেন না।" মিতিন চাপা গলায় ধমক দিল, "শুনুন, যেসব বিদেশিকে নিয়ে আপনি ঘোরেন, তাদের কাউকে হিরেটা পাচার করেছেন কিনা সেটা কিন্তু আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য এক্ষুনি নয়। পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করার পর।"

"পুলিশ আমায় অ্যারেস্ট করবে?"

"জবাব না দিয়ে টুপুরকে টানল মিতিন, "চল।"

অ্যালবার্ট কাতর স্বরে বলল, "বিশ্বাস করুন, হিরে আমি নিইনি। আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভবই ছিল না।"

মিতিন ঘুরে তাকাল, "কেন?"

অ্যালবার্টের মুখে আর বাক্য নেই। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, দু' হাত নাড়ছে, কিন্তু আর স্বর ফুটছে না। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে দূরে চলে গেল, পরক্ষণে ভিক্টোরিয়ার গেট পেরিয়ে অন্দরে। হনহনিয়ে হাঁটছে, আর তাকাচ্ছে ঘুরে-ঘুরে।

টুপুর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে মিতিনকে দেখছিল। বিড়বিড় করে বলল, "তুমি তা হলে মিস্ট্রি সল্‌ভ করে ফেলেছ? কুরিয়েন নয়, এই অ্যালবার্টই...?"

"ধীরে বালিকা, ধীরে।" মিতিনের দৃষ্টিতে রহস্যের ঝিলিক, "কলি সবে সন্ধে পেরিয়ে রাত্তিরে পা রাখল। ভোর হতে এখনও ঢের বাকি।"

"সত্যি করে বলো তো, তুমি কাকে সন্দেহ করছ?"

"প্রায় সবাইকেই।" মিতিন হাসল, "আমিও এখন মইসাহেবের দলে।"

"ও বলবে না?" টুপুর ঈষৎ আহত, "এখন তবে কী কর্তব্য? গৃহে প্রত্যাবর্তন?"

"উঁহু। এবার হোটেল শিলটন। মিশন হ্যারি।"

॥ ৭ ॥

হোটেল শিলটনের বহিরঙ্গে তেমন একটা দেখনদারি নেই। তিনতলা ব্রিটিশ স্থাপত্যের বিল্ডিংটায় বয়সের ছাপ পড়েছে। তবে ছোট্ট সবুজ লনখানি যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মিনি লাউঞ্জ আর রিসেপশন কাউন্টারটিও মোটামুটি ছিমছাম। মোটা-মোটা গথিক থামে, দীর্ঘকায় দরজা-জানলায়, কারুকাজ করা কাঠের সানশেডে একটা বনেদিয়ানার গন্ধও পাওয়া যায় যেন।

রিসেপশনের বাঁ দিকে মালিকের ঘর। ভিতরে ভিজ়িটিং কার্ড পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিল মিতিন। দরজার পিতলের নেমপ্লেটখানা পড়তে-পড়তে টুপুর ফিসফিস করে বলল, "ভদ্রলোকের ভাল নামটা কী খটোমটো গো।"

মিতিন নিচু গলায় বলল, "এ আর কঠিন কী। হ্যারোতিউন থেকে হ্যারি। আর্মেনিয়ানদের নাম এরকমই হয়।"

ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। হাত দেখিয়ে বলল, "আপনারা যেতে পারেন।"

ভিতরে চড়া ঠান্ডা। কম্পিউটার শোভিত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে মাঝবয়সি হ্যারি। ঘুরনচেয়ারে আসীন। গোলগাল মুখ, ভালমানুষ-ভালমানুষ চেহারা। গায়ের রং ফরসা হলেও মোটেই সাহেবদের মতো নয়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চকচকে কামানো গাল। পরনে ঝকঝকে সুট-টাই।

ঠোঁটে হাসি টেনে মিতিন বলল, "গুড আফটারনুন মিস্টার আরাকিয়েল।"

হ্যারির মুখমণ্ডলে তেমন কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না। বিনা সৌজন্যেই বললেন, "বসুন। জানতাম আজ-কালের মধ্যেই আসবেন।"

গদিমোড়া চেয়ারে বসে মিতিন বলল, "তদন্তের খবর কে দিল আপনাকে? জেসমিন? নির্মলা? না ইসাবেল আন্টি?"

"সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট নয় ম্যাডাম।" হ্যারির স্বর অসম্ভব শান্ত, "শুধু ভাবছি, আর কত মানসিক অত্যাচার আমার কপালে আছে! এখন তো মনে হচ্ছে আঙ্কলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে যাওয়াটা সেদিন উচিত হয়নি।"

"ওভাবে ধরছেন কেন মিস্টার আরাকিয়েল? আপনি তো কর্তব্য পালন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই রাত্তিরে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এবং ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, আপনি তাতে জড়িয়ে পড়েছেন।"

"হুম। সেই অ্যাঙ্গেলেই তো দেখার চেষ্টা করছি।" টেবিলের কাচে পেপারওয়েট ঘোরাচ্ছেন হ্যারি। থেমে বললেন, "ও কে। কী কী জানতে চান বলুন? বাইশে ডিসেম্বরের রাতের ডিটেলটা আর একবার বলতে হবে নিশ্চয়ই? যাতে আমার বক্তব্যের অসঙ্গতি থেকে ধরতে পারেন হিরেটা আমি কখন সরিয়েছি?"

হ্যারির বাচনভঙ্গিতে টুপুর থ। মহা ঝানু লোক তো! বিকার নেই, উত্তেজনা নেই, দিব্যি কেমন চিবিয়ে-চিবিয়ে ইংরেজিতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন মিতিনমাসিকে।

টুপুরকে আরও অবাক করে দিয়ে মিতিনও হাসছে মিটিমিটি। কোনও রকম প্যাঁচালো কথাকথিতে না গিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "তার

harun-pata.blogspot.com

আর প্রয়োজন নেই মিস্টার আরাকিয়েল। মোটামুটি সকলের স্টেটমেন্ট তো নিলাম, ওগুলো ঘেঁটেঘুঁটেই যা পাওয়ার পেয়ে গিয়েছি।"

"এবং নিশ্চিত হয়েছেন হিরে আমিই নিয়েছি, তাই তো?" হ্যারির স্বরে ব্যঙ্গ, "কিন্তু ম্যাডাম, জিনিসটা খুঁজে না বের করলে তো অপরাধ প্রমাণ হবে না। তা কোথা থেকে সার্চ শুরু করবেন? আমার বাড়ি? অফিস? ব্যাঙ্কের লকার? আপনি একাই খুঁজবেন, নাকি পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে?"

"দেখা যাক কী হয়।" মিতিন হ্যারির চোখে চোখ রাখল, "আগে তো বোঝার চেষ্টা করি, হিরে আপনি নেবেন কেন।"

"আমি আপনাকে লিড দিতে পারি ম্যাডাম ডিটেকটিভ। হোটেল শিলটন এখন ভাল চলছে না। তাই হয়তো হোটেল আর হিরে বেচে বাকি জীবনটা আমি বসে-বসে খাব। কিংবা সপরিবার কেটে পড়ব অস্ট্রেলিয়ায়।"

"উঁহু, কারণটা তেমন জোরালো লাগছে না।"

"কেন নয়? ওই হিরের দাম আপনি জানেন?"

"আন্দাজ করতে পারি। টাকার হিসেবে অন্তত দু' কোটি।" মিতিনের চোখে স্নিগ্ধ হাসি, "কিন্তু এও জানি, হিরেটা আপনার কাছে টাকার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি মূল্যবান।"

একক্ষণে হ্যারির মুখে যেন সামান্য ভাঙচুর। ঘুরনচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "আপনাকে তো যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট মনে হচ্ছে।"

"উঁহু, বুদ্ধিমতী নই, যুক্তিবাদী। আমি কার্যকারণে বিশ্বাস করি।"

হ্যারির চোখের মণি পলকের জন্য স্থির। তারপর থেমে-থেমে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, হিরে আমি নিয়েছি কি নিইনি, সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। তবে পুলিশের লোক নন বলেই আপনাকে বলছি, ওই হিরেতে আমার কাকার যতটা অধিকার ছিল, আমারও ঠিক ততটাই আছে। ওটা কখনওই কাকা বা তাঁর পরিবারের একার প্রাপ্য নয়। আমার বাবাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল।"

"অন্যায়ভাবে বলছেন কেন? আপনার ঠাকুরদা যদি তাঁর ছোট ছেলেকেই দিয়ে যান, কার কী বলার আছে?"

"না ম্যাডাম, তা তিনি পারেন না। হিরেটা ঠাকুরদা অর্জন করেননি। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি। একজন ভারতীয় হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করার জন্য বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা।"

"আপনার মা...?"

"মরাঠি। শোভা দেশপান্ডে। হিন্দু বলেই ঠাকুরদা তাঁকে মানতে পারেননি।" চেয়ারে ঘূর্ণন থামিয়ে হঠাৎই ঝুঁকেছেন হ্যারি। ব্যথিত মুখে বললেন, "দুঃখের কথা কী জানেন, আমার ঠাকুরদা ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ, অথচ উনি একবারও ভেবে দেখেননি আমাদের আর্মেনিয়ানদেরই অনেকের পূর্বপুরুষ ছিলেন হিন্দু।"

টুপুরের গলা দিয়ে বিস্ময়ে ঠিকরে এল, "ওমা, আর্মেনিয়ানরা কী করে হিন্দু হবেন?"

"ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ভারী অদ্ভুত ম্যাডাম।" হ্যারির ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি, "আপনারা হয়তো খবর রাখেন না, এক সময় ভারতের সঙ্গে আর্মেনিয়ার নিয়মিত ব্যবসাবাণিজ্য চলত। শুধু তাই নয়, যিশু খ্রিস্টের জন্মের দেড়শো বছর আগে দু'জন হিন্দু রাজকুমার পাকাপাকিভাবে আর্মেনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। আর্মেনিয়ান ভাষায় তাঁদের একজনের নাম জেসানি, অন্যজনের নাম ডেমেটার। ভারতীয় ভাষায় নাম দু'টো শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কৃষ্ণ আর জগন্নাথ। কনৌজের রাজা দীনাক্ষীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁরা। প্রাণে বাঁচতে পালিয়ে আর্মেনিয়ায় আশ্রয় নেন। আর্মেনিয়ার রাজা তাঁদের থাকতে দিয়েছিলেন তারোনে। পরে আরও অনেক হিন্দু সেখানে গিয়ে একটা বড়সড় শহর গড়ে তুলেছিল। তার প্রায় পাঁচশো বছর পর আর্মেনিয়ার এক খ্রিস্টান রাজার সঙ্গে হিন্দুদের যুদ্ধ হয়। হেরে গিয়ে হিন্দুরা সদলবলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।"

মিতিন বলল, "ইন্টারেস্টিং।"

"আরও ইন্টারেস্টিং কী জানেন? আর্মেনিয়ায় এখনও এক হিন্দু বীরের মূর্তি আছে। স্থানীয় ভাষায় সেই যোদ্ধার নাম আর্টজান। অর্থাৎ আপনাদের অর্জুন। এবার বলুন, এই সব হিন্দুর কেউ যে আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন না তা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়?"

"তা বটে।" মিতিন চেয়ারে টানটান হল, "আপনার ঠাকুরদা সত্যিই কাজটা ঠিক করেননি। কিন্তু একেবারেই কি কিছু দেননি আপনাদের?"

"অতি সামান্য, অতি সামান্য। শুধু প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের এই বাড়িটা, যেখানে বাবা কষ্টেসৃষ্টে এই হোটেলটা বানিয়েছিলেন। আর নগদ মাত্র এক লাখ টাকা।"

"হুম, আপনার ক্ষোভের কারণটা বোঝা গেল।"

"ক্ষুব্ধ হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক, ম্যাডাম?" হ্যারি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন, "এখনও যে কত রকম বঞ্চনা আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে।"

"যেমন?"

"আমার কাকার কাণ্ডটাই দেখুন না। ঠাকুরদা নয় অবুঝ ছিলেন, কিন্তু কাকা? তিনি তো আমায় খুব ভালবাসতেন বলেই জানতাম। আমিও কখনও কর্তব্যে গাফিলতি করিনি। সময় পেলেই কাকা-কাকিমাকে দেখে আসতাম, নিয়মিত খোঁজখবর রাখতাম...। নিজের যখন ছেলেমেয়ে নেই, কাকার কি উচিত ছিল না সম্পত্তির খানিকটা অন্তত আমায় দিয়ে যাওয়া? কিন্তু একটা উইল করে গোটা সম্পত্তিটা উনি কাকিমাকে দিয়ে গেলেন।"

"মিস্টার আরাকিয়েলের উইল ছিল?"

"তবে আর বলছি কী! উইল যদি আদৌ না থাকত, অন্তত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তো আমি পেতাম। খ্রিস্টানদের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী। অথচ সেটুকুও উনি করলেন না। ...আর কাকিমা যা করলেন...।"

"ইসাবেল আন্টি? তিনি আবার কী করলেন?"

"ভাবতেও পারবেন না ম্যাডাম। আত্মীয়স্বজনের ব্যাপার বলতেও লজ্জা করে। হিরে নিয়ে আমার পিছনে পুলিশ তো লাগিয়েছেনই, আমি আর আমার স্ত্রী জেরায় জেরবার হয়ে গিয়েছি। তার মাঝেই খবর পেলাম তড়িঘড়ি করে কাকিমা উইলের প্রোবেটও নাকি নিয়ে ফেলেছেন।"

"তাই নাকি? কবে? কদ্দিন আগে?"

"কাকা গত হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই। জানুয়ারি মাসে।"

"আপনি জানলেন কোথা থেকে? অ্যালবার্ট...?"

হ্যারি ঈষৎ থতমত, "না...মানে...বোধ হয় অ্যালবার্টই...।"

"অ্যালবার্টের সঙ্গে আপনার খুব ভাব, তাই না?"

"ভাব বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝলাম না।" হ্যারি ফের সপ্রতিভ, "অ্যাল মাঝে-মাঝে প্রোফেশনাল কারণে আমার কাছে আসে, দেখা-সাক্ষাৎ হলে কথাবার্তা বলি।"

"প্রোফেশনাল কারণটা কী?"

"অ্যাল এখন গাইডের কাজ করে। অফিশিয়াল লাইসেন্স ওর নেই, তবে চালাকচতুর ছেলে তো, যোগাযোগ ঠিক তৈরি করে ফেলে। আর ওই সব ফরেন টুরিস্টদের আমাদের হোটেলে এনে তুললে কিছু কমিশনও পায়।"

"ব্যস, এইটুকুই ব্যবসায়িক সম্পর্ক?" মিতিনের চোখ সরু, "নাকি হোটেল শিলটনের বেআইনি জুয়ার বোর্ডেও নিয়মিত আসে অ্যালবার্ট?"

হ্যারির শান্ত চোখ দু'টো আচমকাই জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে আবার হিমশীতল। কেটে-কেটে বলল, "আপনি কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন ম্যাডাম ডিটেকটিভ। ভদ্রতা করে কথা বলছি বলে যদি ভেবে থাকেন আপনি যা খুশি প্রশ্ন করবেন, তা হলে কিন্তু ভুল করছেন। আপনার একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।"

"দেবেন না।" মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল, "তবে বাইশে ডিসেম্বর রাতে অ্যালবার্ট চলে যাওয়ার পর আপনি সত্যি-সত্যি ঘুমোচ্ছিলেন, নাকি কাকার ঘরে গিয়ে সিন্দুকটা পরখ করছিলেন, এ ব্যাপারে পুলিশের

natun-pata.blogspot.com

কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

হ্যারি দু'-এক সেকেন্ড নিশ্চুপ। তারপর মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেছে, "গোড়াতেই একটা গলদ করে ফেললেন ম্যাডাম। অ্যাল চলে যাওয়ার পর আমি ঘুমোইনি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর অ্যাল গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, অ্যাল কখন চলে গিয়েছিল, আমি জানিও না।"

"সরি। মানতে পারলাম না। আপনি ইচ্ছে করে আমাকে মিসগাইড করছেন।"

"যা খুশি ভাবতে পারেন। আমার কিছু যায়-আসে না।" হ্যারির স্বরে ওঠাপড়া নেই, "আগেই তো বললাম, ওই হিরেতে আমার যথেষ্ট অধিকার আছে। যদি নিয়ে থাকি, বেশ করেছি। পারলে খুঁজে বের করুন।"

"বেশ। দেখি চেষ্টা করে।" মিতিন উঠে পড়ল, "আজ তা হলে চলি মিস্টার আরাকিয়েল। আশা করছি শিগ্‌গিরই আমাদের আবার দেখা হবে।"

শিলটন হোটেল থেকে বেরিয়ে টুপুর বলল, "মিস্টার হ্যারি কিন্তু বেশ পিকিউলিয়ার, তাই না?"

মিতিন কী যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, "কেন?"

"বা রে, যাকেই হিরে নিয়ে ক্রস করা হচ্ছে, সে-ই হাউমাউ করে উঠছে। একমাত্র মিস্টার হ্যারিরই কোনও হেলদোল নেই। কেমন বুক বাজিয়ে বলে দিলেন, নিয়ে থাকলে বেশ করেছি।"

"হুম।"

"তোমার কী ধারণা? মিস্টার হ্যারিই কালপ্রিট?"

"তোর কী মনে হচ্ছে?"

"আমার মনে হয়...।" টুপুর মাথা চুলকোল, "হ্যারির সঙ্গে অ্যালবার্টের যোগসাজশ আছে। এই দুই মক্কেলের উপর রাউন্ড দ্য ক্লক নজর রাখলে হিরের হদিশ মিলতেও পারে। অবশ্য ধ্রু অ্যালবার্ট যদি কোনও বিদেশির কাছে পাচার হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আর কিছু করার নেই।"

"বলছিস?"

"হ্যাঁ গো। আমার মন বলছে সেরকমই কিছু ঘটেছে। এবং সেই কারণেই মিস্টার হ্যারি এত বেশি কনফিডেন্ট।"

"আর হিরের বদলে যে টাকাটা এল, সেটা মিস্টার হ্যারি কোথায় রাখতে পারেন?"

"জায়গার অভাব? হোটেলের লনেই তো পুঁতে রাখা যায়।"

"হুম। ...নে, এবার একটা ট্যাক্সি ধর। বাড়ি গিয়ে আরতিকে ছাড়তে হবে।"

বিকেলবেলা থিয়েটার রোড থেকে ট্যাক্সি পেতে খুব অসুবিধে নেই। সিটে বসে টুপুর বলল, "মাটিতে টাকা পুঁতে রাখার থিয়োরিটা কি তোমার পছন্দ হল না?"

"অপছন্দ হল তো বলিনি।" মিতিন হাসল, "আমি কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছি না। আবার একটা লাইন ধরে একবগ্গা ভাবতেও রাজি নই। তবে হ্যারির কাছে এসে একটা মস্ত লাভ হল।"

টুপুর চোখ কুঁচকোল, "কী লাভ?"

"প্রথমত, মানুষটাকে খানিকটা চেনা গেল। সেকেন্ডলি, অনেক ইনফরমেশনও মিলল।"

"কী ইনফরমেশন? আর্মেনিয়ানদের গল্প?"

জবাব দেওয়ার আগেই মিতিনের মোবাইল বেজে উঠেছে। নম্বরটা দেখেই মিতিনের ভুরু জড়ো, "ইয়েস?"

ব্যস, আর কথা নেই মিতিনের মুখে, কানে যন্ত্র চেপে একটানা শুধু শুনে যাচ্ছে, মোবাইল অফ করার আগে একবারই মাত্র স্বর ফুটল, "ও কে।"

টুপুর আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, "কে গো?"

"মিস্টার কুরিয়েন।"

"অ্যাঁ? মিস্টার কুরিয়েন হঠাৎ? কী বলছেন?"

"বললেন, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আদতে একটি মহাশূন্য। কী বুঝলি?"

টুপুর ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। কী যে হেঁয়ালি করে না মিতিনমাসি।

॥ ৮ ॥

হেঁয়ালি ক্রমেই বাড়ছিল। বাড়ি ফিরে গোটা সন্ধেটা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল মিতিনমাসি। রাতে খেতে বসেও আনমনা। মুরগির ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে অজস্র জ্ঞান বিতরণ করল পার্থমেসো। রেজাবিবির সমাধিটাকে যদি হিসেবে না ধরা হয়, তা হলে কলকাতায় পা রাখার ঢের আগেই নাকি চুঁচুড়ায় ঘাঁটি গেড়েছিল আর্মেনিয়ানরা। তারপর চন্দননগরে। তারপর মুর্শিদাবাদের লাগোয়া সৈদাবাদে। মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ফরমান নিয়ে সৈদাবাদে নাকি জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল আর্মেনিয়ানরা। অবশ্য প্রথম গির্জাটি নাকি গড়ে চুঁচুড়ায়। আমাদের বঙ্গদেশে সেটাই নাকি দ্বিতীয় প্রাচীনতম গির্জা। পার্থমেসোর এমন লম্বা বক্তৃতাও চুপচাপ গিলে নিল মিতিনমাসি, একটাও টীকা-টিপ্পনী জুড়ল না। এমনটা কালেভদ্রে ঘটে। মিতিনমাসির মগজে যখন জট পড়ে যায়, শুধু তখনই। কেসটা কি তবে, টুপুর যেমনটা ভাবছিল, তত সরল নয়? মিস্টার কুরিয়েনই বা কী এমন সংবাদ শোনাল টেলিফোনে? দুয়ে-দুয়ে চার কি তবে হচ্ছে না?

পরদিন সকালেও মিতিনমাসি ঝিম মেরে বসে। পার্থমেসো কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই সালোয়ার-কামিজ পরে তৈরি। আরতিকে বলল, "আমি আর টুপুর একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। বুমবুমকে খাইয়ে দিও।"

বিস্মিত মুখে টুপুর বলল, "কোথায় যাবে?"

"মারকুইস স্ট্রিট।"

"কেন গো?"

"কয়েকটা গিট খুলতে হবে। জেসমিন আর ইসাবেল আন্টিকে একবার মিট করা দরকার।"

জেসমিনও মিতিনদের দেখে অবাক। বলল, "কী ব্যাপার ম্যাডাম? ফোনটোন না করেই হঠাৎ...?"

"চলে এলাম।" মিতিন একগাল হাসল, "অসুবিধে করলাম কি?"

"তা নয়... তবে আমি যে একটু বেরোব এখন...।"

"একদম সময় নেই?"

"না না, আছি কিছুক্ষণ। আসলে বারোটায় এক পার্টিকে টাইম দিয়েছি তো...।"

"মিনিট কুড়ির মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"আহা, এত ইতস্তত করছেন কেন? আসুন তো।"

ড্রয়িংরুমে মিতিনদের বসিয়ে নির্মলাকে শরবত তৈরির নির্দেশ দিয়ে এল জেসমিন। মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, "কদ্দুর এগোলেন?"

"সামান্যই। অন্ধকার সুড়ঙ্গে হাঁটছিলাম, সবে যেন একটু আলোর দিশা পাচ্ছি।"

জেসমিনের চোখ জ্বলজ্বল, "হিরেটা তা হলে পাওয়া যাবে?"

"সম্ভাবনা আছে।"

"থ্যাঙ্ক গড। আন্টি তা হলে প্রাণ ফিরে পাবেন।"

"আন্টি এখন আছেন কেমন?"

"একই রকম। ওষুধ তো চলছে, তবে তেমন উন্নতি হচ্ছে না। হিরেটা পেলে হয়তো শকটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, শরীরটাও ফিরবে।"

"হুঁ।" মিতিন মাথা নাড়ল, "এবার তা হলে কাজের কথায় আসি?"

"বলুন?"

"মিস্টার আরাকিয়েলের মৃত্যুর পর মিস্টার হ্যারি তো আর এ বাড়িতে আসেননি, তাই না?"

patua-pata.blogspot.com

"তা কেন, আসছিল তো। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর থেকে আর যোগাযোগ রাখছে না। একমাত্র ফিউনারেল ডিনারের দিন সপরিবার এসেছিল। ঘণ্টাখানেকের জন্য।"

"আন্টিকে টেলিফোনও করছেন না?"

"উঁহু। পিসি তো সে জন্যও খুব আপসেট।"

"ফিউনারেল ডিনারের দিন মিস্টার হ্যারির মুড নিশ্চয়ই ভাল ছিল না?"

"একেবারেই না। প্রায় কারওর সঙ্গেই কথা বলেনি।"

"আচ্ছা, মিস্টার হ্যারি কি শুধু পুলিশের ব্যাপারেই আহত? নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?"

"আর কী কারণ থাকবে?"

"শুনলাম মিস্টার আরাকিয়েল উইল করে যাবতীয় সম্পত্তি ইসাবেল আন্টিকে দিয়ে গিয়েছেন। সেই কারণেও কি মিস্টার হ্যারি...?"

জেসমিন ক্ষণিকের জন্য থতমত। অস্ফুটে বলল, "আপনি হ্যারির কাছে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। মনে হল ওঁর কিছু এক্সপেক্টেশন ছিল।"

"আশ্চর্য, আঙ্কলের প্রপার্টি আন্টি পাবেন, এটাই তো স্বাভাবিক! হ্যারি আশা করে কোন মুখে?"

"কারণ, সম্পত্তির অনেকটাই যে বংশগত। এমনকী হারানো হিরেটাও। সুতরাং, মিস্টার হ্যারির যে একটু হলেও দাবি নেই, একথা বোধ হয় আইনও বলবে না।"

"দেখুন ম্যাডাম, আইনি কূটকাচালি আমি একদম বুঝি না। আঙ্কল যদি তাঁর স্ত্রীকেই সব দিয়ে যান, কার কী বলার আছে?"

"তা তো বটেই। ...আচ্ছা, মিস্টার হ্যারি কি আগে শুনেছিলেন উইলের কথা?"

"জানার তো কথা নয়। আমাকেও আঙ্কল কখনও বলেননি। আন্টিকেও না।"

"ও। ...আপনারা জানলেন কবে?"

"ফিউনারেল ডিনারের পর। আঙ্কলের সলিসিটর আমাদের জানালেন। উইল তো ওঁদের কাছেই গচ্ছিত ছিল।"

"মানে সলিসিটার ফার্মে?"

"হ্যাঁ। রয় অ্যান্ড সেন। তিন নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট।"

"কে কে সাক্ষী ছিল উইলের?"

"একতলার সিনিয়র ডিসুজা। আই মিন, পিটার আঙ্কল। আর আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান, যিনি সে-রাত্রে আঙ্কলকে দেখতে এসেছিলেন।"

"ও। কবে নাগাদ উইলটা করা হয়েছিল?"

"ডেট তো দেখলাম বছর তিনেক আগের।" জেসমিনকে ঈষৎ অসহিষ্ণু দেখাল, "কিন্তু হিরে চুরির সঙ্গে উইলের কী সম্পর্ক ম্যাডাম?"

"হয়তো কিছুই না। তবু বুঝে নিতে দোষ কী!" আলোচনার মাঝে নির্মলা নিঃশব্দে শরবত রেখে গিয়েছিল, চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "আচ্ছা... একটা কথা। আন্টি এত তড়িঘড়ি উইলের প্রোবেট নিতে গেলেন কেন?"

"আমিই অ্যাডভাইস করেছিলাম। হিরে মিসিং হওয়ার পর আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। মনে হয়েছিল, সম্পত্তিটা এক্ষুনি-এক্ষুনি পিসির নামে করে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া আঙ্কলের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলোর নাম ট্রান্সফারও তো জরুরি ছিল।"

"ভাল করেছেন। ঠিকই করেছেন। ইসাবেল আন্টির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিকটাও তো ক্লিয়ার থাকা দরকার।" মিতিন সামান্য হাসল, "প্রপার্টি এখন তা হলে ইসাবেল আন্টির নামেই, কী বলেন?"

"হ্যাঁ। ওটা নিয়ে আর কেউ ট্যাঁফোঁ করতে পারবে না।"

"আচ্ছা জেসমিন, হিরের সম্পর্কে উইলে কোনও উল্লেখ ছিল কি?"

"আলাদাভাবে থাকবে কেন! স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বলতে তো হিরেটাও...।" জেসমিনের চোখ সহসা স্থির, "হিরেটা কি তবে হ্যারিই সরিয়েছে?"

"আরও দু'-একটা দিন যাক, সব জেনে যাবেন।" মিতিন আবার হাসছে, "শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাকে অগ্রিম দেওয়াটা আপনার বৃথা যাবে না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।" শরবত শেষ করে মিতিন গ্লাস টেবিলে রাখল, "আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন... যেতে পারেন এবার।"

"আপনারা?"

"আর-একটু বসি। ইসাবেল আন্টির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।"

"এখন কথা বলবেন?" জেসমিন দু'-এক সেকেন্ড ভাবল, "বেশ তো, নির্মলাকে ডেকে দিচ্ছি। ও আপনাদের আন্টির রুমে নিয়ে যাক।"

ইসাবেল বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। নির্মলা ধরে বসিয়ে দিতেই চোখ ঘষে বললেন, "ওমা, তোমরা! কখন এলে?"

"এই তো...।" টুপুরকে নিয়ে মিতিন খাটের ধারটায় বসল, "কী বই পড়ছেন আন্টি?"

"মঁপাসার ছোট গল্প।"

"আপনি বুঝি মঁপাসার ভক্ত?"

"ভীষণ। গল্পগুলো তো বারবার পড়ি। তবে এখন চোখের যা হাল, দু'-চার পাতা পেরোতে না-পেরোতে অক্ষরগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে যায়।"

"ছানি আসেনি তো? ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"আর আমার ডাক্তারে কাজ নেই। রোগ ধরতে পারে না, শুধু গাদাগাদা ওষুধ দেয়। আমি আর ওষুধও খাব না।" ছোট্টখাট্টো শান্ত ইসাবেল গজগজ করে উঠলেন, "ভাবছি এবার ধ্যান করাটাও ছেড়ে দেব।"

"কেন আন্টি? ধ্যান কী ক্ষতি করল?"

"ধ্যানই তো যত নষ্টের গোড়া। যেদিন থেকে জোসেফের ছবির সামনে বসছি, সেদিন থেকেই জোসেফ আমায় ডাকাডাকি করছেন। শরীরও বিগড়োচ্ছে দিনদিন। যখনই ধ্যান সেরে উঠি, মনে হয়, আরও যেন কমজোরি হয়ে গেলাম, হাত-পায়ের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। আরে বাবা, টেনে নিতে হয় তো টেনে নাও, এরকম দগ্ধে-দগ্ধে মারা কেন!" ইসাবেল আবার দু'হাতে চোখ রগড়ালেন, "যাক গে, আমার কথা ছাড়ো। হিরের কী খবর?"

"প্রাণপণ চেষ্টা করছি আন্টি। মনে হয় শিগ্‌গিরই পেয়ে যাবেন।"

"মনে হয়-ফয় নয়। ওই হিরে আমার চাইই চাই। আরাকিয়েল বংশের 'গুড লাক' যদি না মেলে, এই বুড়ি তা হলে আর বাঁচবে না।"

"ওসব অলক্ষুনে কথা মুখেও আনবেন না।" মিতিন ঝুঁকে ইসাবেলের হাতে হাত রাখল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব আন্টি?"

"বলো।"

"আপনি কি কখনওই আঙ্কলকে সিন্দুক থেকে হিরেটা বের করতে দেখেননি?"

"সেদিন তো বললাম, সিন্দুক খোলার সময় উনি আমাকেও ঘরে থাকতে দিতেন না।"

"হুঁ। ... আজ আর-একবার সিন্দুকটা দেখতে পারি?"

"দ্যাখো।" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মলাকে চাবির গোছা বাড়িয়ে দিলেন ইসাবেল, "যা, খুলে দে।"

সিন্দুকের অভ্যন্তর সেদিনের মতোই ফাঁকা-ফাঁকা। ভেলভেটের ফাঁকা বাক্স খোলা পড়ে। ডায়েরি আর টুকরো-টুকরো কাগজ যেখানে ছিল সেখানেই। বাক্সখানা আবার ভাল করে পরখ করে ডায়েরিটা হাতে নিল মিতিন। উলটোচ্ছে পৃষ্ঠা। সময় নিয়ে-নিয়ে। হঠাৎই বাড়িয়ে দিয়েছে টুপুরকে। চাপা গলায় বলল, "লাস্ট পেজটা দ্যাখ।"

natunpata.blogspot.com

ডায়েরিটা সংখ্যায় সংখ্যায় ঠাসা। পাতায়-পাতায় হিসেব। একদম শেষ পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় করে লেখা, GOLD 13578.

টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "গোল্ড তেরো হাজার পাঁচশো আটাত্তর? এর মানে কী?"

উত্তর না দিয়ে মিতিন ডায়েরি রাখল স্বস্থানে। নির্মলাকে সিন্দুক বন্ধ করতে বলে ফিরেছে ইসাবেলের কাছে।

ইসাবেল জিজ্ঞেস করলেন, "ফের দেখে লাভ হল কিছু?"

"লাভ-লোকসানের হিসেব কি সহজে করা যায় আন্টি?" মিতিন মৃদু-মৃদু হাসছে, "মিস্টার আরাকিয়েলের উইলের বলে বিশাল সম্পত্তি আপনি পেয়ে গেলেন। এটা আপনি কী মনে করেন? লাভ? না লোকসান?"

"পুরোটাই লোকসান, বাছা। সেই মানুষটাই আর রইলেন না... তাঁর সম্পত্তি নিয়ে এই বয়সে আমি কী করব?"

"তবু তো তাড়াহুড়ো করে উইলের প্রোবেটটা নিলেন!"

"জেসমিন বলল যে। না নিলে নাকি অসুবিধে হতে পারে। কেন, ভুল করেছি?"

"না না, ভুল কিসের!"

"আমার কিন্তু কেমন যেন খচখচ করছিল। মনে হচ্ছিল, বড্ড বিষয়ী হয়ে যাচ্ছি। তারপর থেকেই তো ধ্যানে মন দিলাম।"

"হুঁ। তা আপনি উইল করার কথা ভাবছেন না?"

"ভাবছি তো। জোসেফের কয়েকটা ভুল তো শোধরাতে হবেই।"

"কীরকম?"

"জোসেফের খুব ইচ্ছে ছিল আর্মেনিয়ান অ্যাকাডেমিকে কিছু দান করার। হয়তো উইলটা উনি বদলাতেনও। কিন্তু সময় তো পেলেন না। ভাবছি, টাকাকড়ি যা আছে তার একটা মোটা অংশ অ্যাকাডেমিকে দিয়ে যাব। এই বাড়ি আর কিছু টাকা পাবে জেসমিন।" বলতে-বলতে ইসাবেল ফিরেছেন নির্মলার দিকে, "আমার এই মেয়েটাকেও ফেলব না। এর জন্য বাড়ির একখানা ঘর আর আজীবন মাসোহারার বন্দোবস্ত অন্তত করে যাব।"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "আর হিরে?"

"আগে খুঁজে তো পাওয়া যাক। তারপর ভেবে দেখব।"

ইসাবেলের গলায় সংশয়ের সুর। টুপুর হাসল মনে-মনে। এই প্রবীণা মহিলা জানেন না, মিতিনমাসি যখন একবার কেসটা হাতে নিয়েছে, ওই হিরে উদ্ধার হবেই। যদি হিরে পাচারও হয়ে গিয়ে থাকে, তাও মিতিনমাসি এ ক'দিনে টের পেতই। শুধু উইল নিয়ে এত পুছতাছ কেন, সেটুকুই টুপুরের বোধগম্য হচ্ছে না। ওই আজব লেখাটাই বা হঠাৎ দেখাল কেন? সোনার সঙ্গে হিরের কী সম্পর্ক? ১৩৫৭৮-এরই বা মানে কী?

ভাবনাটাকে বেশি খেলানোর অবকাশ পেল না টুপুর। গাড়িবারান্দার ছাদটা একবার ঘুরে এসে ইসাবেলের কাছ থেকে বিদায় নিল মিতিন। দরজা বন্ধ করতে নির্মলাও এসেছে পিছন-পিছন। হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতিন তাকে বলল, "আন্টির ঠিকমতো খেয়াল রাখছ তো?"

নির্মলা নীরস গলায় বলল, "দেখাশুনো করাটাই তো আমার কাজ।"

"বিনিময়ে তো পাচ্ছও অনেক কিছু। আন্টি তো তোমার সারা জীবনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।"

"আন্টির করুণা। আমার ভাগ্য।"

"তুমি কিন্তু আন্টির ভালবাসার পুরো মর্যাদা দাওনি নির্মলা।"

"একথা কেন বলছেন?"

"বাইশে ডিসেম্বরের রাতটা ভাবো, তা হলেই জবাব পেয়ে যাবে।"

পলকে নির্মলার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। মাথা নিচু করে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু...।"

নির্মলা থেমে গেল। দু'-চার সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে নির্মলাকে দেখল মিতিন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নীচে।

টুপুর কৌতূহলে টগবগ করে ফুটছিল। একতলায় এসে বলল, "মিস্টার হ্যারি আর নির্মলা কি আঁতাত করে...?"

"এখন কোনও প্রশ্ন নয়। চল, জেসমিনের মোমবাতির কারখানাটা একবার দেখে যাই।"

"কেন?"

"বললাম যে, নো প্রশ্ন। জাস্ট ফলো মি।"

গিয়ে অবশ্য লাভ হল না। বাড়ির পিছনের গ্যারাজ ঘরটা বন্ধ। তালামারা পুরনো আমলের কাঠের পাল্লা ঠেলেঠুলে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল মিতিন। কিছুই বোধ হয় গোচরে এল না। হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎই হনহন করে চলে গেল পাঁচিলের ধারের ঝোপটায়। ছোট্ট একটা কাগজের বাক্স কুড়িয়ে দেখছে ভুরু কুঁচকে। বাক্সটা ফেলে দিয়ে টুপুরকে বলল, "দাঁড়া এখানে। আমি আসছি।"

বলেই দুদ্দাড়িয়ে আবার দোতলায়। টুপুর হতবাক। গিয়ে বাক্সটা তুলে দেখল একবার। কী কাণ্ড, এ যে এক ডজন থার্মোমিটারের বাক্স। এটা দেখে মিতিনমাসি অত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন? কী ছাই রহস্য পেল বাক্সটায়?

মিনিট পাঁচেক পর ফিরেছে মিতিন। আর-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না, টুপুরকে ডেকে নিয়ে সোজা গেটের বাইরে। বাহাদুর যে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে, সেদিকেও নজর নেই যেন।

লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটছিল মিতিন। তাল মেলাতে টুপুরের গলদঘর্ম দশা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুখে এসে মিতিন ট্যাক্সি ধরতে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারখানা কী? আবার উপরে ছুটলে কেন?"

ব্যাগ খুলে মিতিন একটা আধপোড়া লাল বাটি-মোমবাতি বের করে দেখাল, "এটা আনতে।"

টুপুরের গুলিয়ে যাচ্ছিল সব কিছু। মোমের মধ্যে হিরে আছে নাকি?

॥ ৯ ॥

সন্ধেবেলা বুমবুমের খাটে বসে হিরে চুরির কেসের একটা নোট মতো বানাচ্ছিল টুপুর। মিতিনমাসি এবার তাকে কোনও কাজই দেয়নি, তবু প্রত্যেকের জবানবন্দি, কার সম্পর্কে টুপুরের কী ধারণা জন্মেছে, লিখছে সাজিয়ে গুছিয়ে। হঠাৎ কোনও নতুন পয়েন্ট মনে পড়লে যোগ করে নিচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। যেমন এইমাত্র স্মরণে এল, পিটার ডিসুজা একজন সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও উইলের খবর টুপুরদের কাছে গোপন করে গিয়েছিলেন। মিসেস আরাকিয়েলও নিজে থেকে উইলের কথা ভাঙেননি। জেসমিন-নির্মলারাও নয়। ভুলটা ইচ্ছাকৃত? না অনিচ্ছাকৃত? টুপুরের মন্তব্যটা হয়তো কাজে লাগবে না, তবু নোট থাকা ভাল। টুপুর দেখেছে বিবরণী বিশদ হলে মিতিনমাসির কাজে সুবিধে হয়। টুপুর নিজেও শিখতে পারে, তদন্তের কোন-কোন সূত্র দরকারি, কোনটাই বা নেহাত অদরকারি।

ঘরে বুমবুমও মজুত। কম্পিউটারে ভিডিও গেমস খেলছে এক মনে। মা বাড়ি নেই, দিদিও কম্পিউটারের দখল চাইছে না, বুমবুমের এ ভারী সুখের সময়। পরশু অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে, মঙ্গলবারই নতুন ক্লাস শুরু। ছুটির শেষ দু'টো দিন যেন চুটিয়ে উপভোগ করছে বুমবুম।

পার্থ ফিরল সাড়ে আটটা নাগাদ। চৈত্রের গরমে থসথস করতে-করতে। এসেই শাওয়ার চালিয়ে স্নান। তারপর পাউডার-টাউডার মেখে আয়েস করে বসেছে সোফায়। খবরের কাগজ উলটোতে-উলটোতে হাঁক পাড়ল, "টুপুর...? অ্যাই টুপুর...?"

কাগজ-কলম ফেলে দৌড়ে এল টুপুর, "কী বলছ?"

"তোর মাতৃস্বসাটি গেলেন কোথায়?

"কী জানি। দুপুরে মারকুইস স্ট্রিট থেকে ফিরেই নাকে-মুখে গুঁজে কোথায় বেরিয়ে গেল।"

"তোকে নিল না?"

"তাই তো দেখছি।"

"একাই হিরে উদ্ধারে গেল নাকি?"

"বুঝতে পারছি না।"

"এহ, তোর মাসি এখনও তোকে এলেবেলেই ভাবে রে। তুই আর জাতে উঠলি না।"

টুপুর হেসে ফেলল। পার্থমেসো তাকে রাগাতে চাইছে। হাসতে-হাসতেই বলল, "মাসি তার নিজের ডিউটি করছে, আমি আমার।"

"তোর কী ডিউটি শুনি?"

"রিপোর্ট তৈরি করা। কদ্দুর কী প্রোগ্রেস হল...।"

"আদৌ কিছু এগিয়েছে কী?"

"জানতে চাও, এখনও পর্যন্ত কী করেছি? আনব লেখাটা?"

"ওরে বাবা, এখন ওটা পড়বি নাকি?" পার্থ হাই তুলল, "তার চেয়ে বরং দ্যাখ, খাবারদাবার কিছু আছে কিনা।"

উৎসাহে জল ঢেলে দিতেই টুপুর বিরস মুখভঙ্গি করে বলল, "আরতিদি ইডলি-সম্বর বানিয়ে রেখে গিয়েছে। মাইক্রোওয়েভে গরম করে দেব?"

"সঙ্গে একমুঠো চানাচুরও দিস। আর চা।"

"ইডলির সঙ্গে চানাচুর? কী কম্বিনেশন গো!"

"ভ্যারাইটি জীবনের মশলা রে। তুইও ট্রাই করে দেখতে পারিস।"

"নো চান্স। ওই বিদ্‌ঘুটে মিক্সচার তুমিই খাও।"

জলখাবার হাতে পেয়েই তুবড়ি ছোটাতে শুরু করেছে পার্থমেসো। আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞান আহরণ করেছে, এখন ভাণ্ডার উজাড় করার পালা। সম্রাট আকবর নাকি এক আর্মেনিয়ানকে ছেলে হিসেবে দত্তক নিয়েছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্যে প্রধান বিচারপতিও নাকি ছিলেন একজন আর্মেনিয়ান। বিচারপতির নাম ছিল আবদুল হাই। আকবরের সময় থেকেই দিল্লি, আগ্রা, পঞ্জাব, সর্বত্রই আর্মেনিয়ানরা জাঁকিয়ে বসতে থাকে। একটা গির্জাও নাকি তারা বানিয়ে ফেলেছিল আগ্রায়, আকবর বেঁচে থাকাকালীন।

বক্তৃতার মাঝেই হঠাৎ মিতিনের প্রবেশ। পার্থর ডাকাডাকিতে সাড়া না দিয়ে থমথমে মুখে সটান ঢুকে গেল স্টাডিতে। বন্ধ করে

nature-pata.blogspot.com

দিয়েছে দরজা। টুপুর আর পার্থ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেস চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এমনটাই করে মিতিন, তারা জানে।

রাতে অবশ্য মিতিন বেরিয়ে খেতে বসল একসঙ্গে। এলোমেলো কথা বলল দু'-চারটে, কিন্তু কেসের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম নীরব। অর্থাৎ কেস নিয়েই ভাবছে। এবং কেস সংক্রান্ত কোনও আলোচনাই এখন পছন্দ করবে না। আহার সেরে ফের সেঁধিয়ে গেল নিজস্ব কুঠুরিতে। টুপুর যখন শুতে গেল, তখনও স্টাডির আলো নেভেনি।

সকালবেলা মিতিন কিন্তু একদম অন্য মেজাজে। নিজেই ব্যালকনির গাছে জল দিল, মাঝে-মাঝে গুনগুন গান গাইছে, আরতিকে আলুর পরোটা ভাজতে বলল, খুনসুটি করল বুমবুমের সঙ্গে।

টুপুরও গন্ধ পেয়ে গিয়েছে অমনি। আলুর পরোটার প্লেট হাতে নিয়ে মাসিকে জিজ্ঞেস করল, "কেস মনে হচ্ছে সল্‌ভড?"

"ইয়েস। যবনিকা কম্পমান।" মিতিনের মুখে বিচিত্র হাসি, "এবার পরদাটা তুলে দিলেই হয়।"

"কে নিয়েছে তা হলে হিরেটা?"

"সাসপেন্স।"

"বুঝেছি, বলবে না।" টুপুর চোখ তেরচা করল, "জিনিসটা পাওয়া যাবে তো? নাকি পাচার হয়ে গিয়েছে?"

"ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে পচে মর। কী বুঝলি?"

"ধাঁধাটার জবাব তো মশারি।" টুপুর ঘাড় চুলকোচ্ছে, "একটু ঝেড়ে কাশো না মিতিনমাসি।"

"আর তো কয়েকটা ঘণ্টা। দমটাকে ধরে রাখ।" মিতিন পার্থর দিকে তাকাল, "তুমি কী করছ বিকেলে?"

শব্দজব্দ করতে-করতে পরোটা ছিঁড়ছিল পার্থ। তবে কান কিন্তু এদিকেই খাড়া। ঠোঁট উলটে বলল, "ঠিক নেই। ভাবছি অ্যাকাডেমিতে একটা নাটক দেখতে যাব।"

"উঁহু। আমাদের সঙ্গে মারকুইস স্ট্রিট চলো।"

"গিয়ে?"

"জোড়া নাটক দেখবে। উইথ ফাটাফাটি ক্লাইম্যাক্স। ...উঁহুহু, চোখ বড়-বড় কোরো না। ঠিক চারটেয় শো। রোববার দুপুরে না ঘুমিয়ে তৈরি থেকো।"

পার্থর পরোটা বোঝাই গাল হাসিতে ভরে গেল, "ও কে, ম্যাডাম টিকটিকি।"

॥ ১০ ॥

ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছে আট-ন'জন। মিসেস আরাকিয়েল তো আছেনই, জেসমিন, নির্মলা, হ্যারি, সুজান, ডিসুজারা বাপ-ছেলে, কুরিয়েন কর্তাগিন্নি সকলেই হাজির। মিতিনরা ঢোকামাত্র হাল্‌কা একটা গুঞ্জন উঠেছিল, এখন এক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে।

পার্থ আর টুপুরকে দু'দিকে নিয়ে মিতিন বসল বড় সোফাটায়। উৎসুক চোখগুলোতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কথা শুরু করেছে, "দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বাইশে ডিসেম্বরের রাতটা সম্পর্কে আপনারা কেউই সত্যি কথা বলেননি। অবশ্য মিসেস আরাকিয়েলকে আমি ধরছি না। কারণ, ওই রাতটা নিখুঁত স্মরণে রাখা আন্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না। উনি আর মিস্টার পিটার ডিসুজা ছাড়া উপস্থিত প্রত্যেকেই সেদিন অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ করেছিলেন।"

ইসাবেল বিড়বিড় করে বললেন, "কী বলছ বাছা? সবাই মিলে হিরে চুরি করেছে?"

"উঁহু, তা কেন।" মিতিন চিলতে হাসল, "আমি বরং সেদিন রাতে কী কী ঘটেছিল, তার একটা ছবি তুলে ধরি। তা হলেই ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

"বেশ তো, বলো শুনি।"

"মিস্টার আরাকিয়েলের ডেডবডি ঘিরে অনেকেই ছিলেন সেদিন। মিসেস কুরিয়েন আর সুজান ছাড়া এ ঘরের সব্বাই। রাত দু'টোর সময়ে মিসেস আরাকিয়েলকে নিয়ে জেসমিন তার ঘরে গেল, মিস্টার পিটার ডিসুজাও নেমে গেলেন নীচে। আর তারপরেই শুরু হল এক আজব লুকোচুরি খেলা। অ্যালবার্টকে নিয়ে মিস্টার হ্যারি লাইব্রেরিরুমে এসে বসলেন। একটু পরে হ্যারি কফি বানাতে বললেন নির্মলাকে। যখন নির্মলা কিচেনে, মিস্টার কুরিয়েন তখন ডেডবডির পাশে একা। মিস্টার আরাকিয়েল যে সিন্দুকের চাবি সর্বদাই কোমরে বেঁধে রাখতেন, এ সংবাদ কারওরই অজানা নয়। একা ঘরে মিস্টার কুরিয়েনের চোখ লোভে চকচক করে উঠল। তবু উনি ঠিক সাহস পাচ্ছিলেন না। কিন্তু হ্যারি আর অ্যালবার্ট ড্রয়িংরুমে উঠে যেতেই ঝটপট মিস্টার আরাকিয়েলের কোমর থেকে চাবিটা নিয়েই সিন্দুক...।"

অ্যালবার্ট চেঁচিয়ে উঠল, "কুরিয়েন আঙ্কল? এ তো ভাবাই যায় না!"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। এমন অনেক কিছুই ঘটে, যা আমাদের কল্পনার অতীত। তবে তখন তো সবে খেলা শুরু হয়েছে।" মিতিনের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "মিস্টার কুরিয়েন বেশি সময় পাননি। নির্মলা কফি নিয়ে চলে এল কিনা। চাবিটা কোনও রকমে ডেডবডির কোমরে গুঁজে দিয়ে মিস্টার কুরিয়েন তখন প্রবল টেনশনে ভুগছেন। কোনও মতে কফি শেষ করে হুড়মুড়িয়ে পালালেন একতলায়।"

জেসমিন উত্তেজিত স্বরে বলল, "হিরে সমেত?"

"বলছি, বলছি। কুরিয়েন বেরিয়ে যেতেই নির্মলা ফাঁকা পেয়ে গেল ঘর। সে বড় সাবধানি মেয়ে, কফির কাপ নেওয়ার অছিলায় হ্যারি আর অ্যালবার্টকে দেখে এল। হ্যারি তখনও ফোন করছেন। এর পর কাপ কিচেনে নামিয়ে নির্মলা গেল জেসমিনের ঘরে। আন্টি আর জেসমিন শুয়ে আছেন দেখে ভিতরবারান্দা দিয়ে মিসেস আরাকিয়েলের বেডরুমে ফিরল। তারপর যে-আঙ্কল তাকে হোম থেকে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরই ডেডবডির কোমর থেকে চাবি খুলে...।"

"নির্মলা?" ইসাবেল আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমার নির্মলা ওই হীন কাজ করেছে?"

"লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয় আন্টি। নির্মলা হয়তো ভেবেছিল হিরেটা পেলে এক লাফে বড়লোক হয়ে যাবে।" মিতিন তেরচা চোখে হ্যারি আর অ্যালবার্টকে দেখল, "এমনটা কি এ ঘরের আর কেউ ভাবেননি? এই যে মিস্টার হ্যারি সিরিয়াস মুখ করে বসে আছেন... কিংবা ওই যে অ্যালবার্ট চোখ গোলগোল করে কথা শুনছেন... এঁরা কেউই তো সাধু নন।"

হ্যারি কঠিন গলায় বলে উঠলেন, "উলটোপালটা দোষারোপ করবেন না ম্যাডাম। আমি পছন্দ করি না।"

"থামুন।" মিতিনেরও স্বর চড়েছে, "নির্মলা থাকা অবস্থাতেই আপনারা ডেডবডির কাছে ফেরেননি?"

"তো?"

"নির্মলাকে শুতে যাওয়ার জন্য আপনি পীড়াপীড়ি করেননি? কিছুতেই নির্মলা উঠল না দেখে নানা গল্প শুরু করলেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার কফির অর্ডার। এবার কফি দিয়ে নির্মলা আর বসতে পারল না, ভিতরে-ভিতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল তো। সে যেতেই আপনি ছটফট করতে লাগলেন, মতলব আঁটলেন ঘর থেকে অ্যালবার্টকে সরানোর।"

"ও, সেই জন্যই আমাকে সিগারেট আনতে বলেছিলেন?" অ্যালবার্টের বিস্ময়ে মাথা গলা উড়ে এল, "আমি নীচে যেতেই...।"

"হ্যাঁ, সময়টার উনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। নিজেকে কর্তব্যপরায়ণ বলে দাবি করেন বটে, তবে মৃত কাকার কোমর থেকে চাবি খুলতে তাঁর হাত কাঁপেনি। ওটাও বোধ হয় ওঁর কর্তব্য ছিল।"

অ্যালবার্ট জোরে-জোরে মাথা নাড়ছে, "খুব খারাপ কাজ... খুব বাজে কাজ করেছেন হ্যারি।"

"আপনি বেশি ফটর-ফটর করবেন না তো। আপনি নিজে কী, অ্যাঁ?" মিতিনের স্বরে ধমক, "হ্যারি ড্রয়িংরুমে ঘুমিয়ে পড়তেই আপনিও চান্স নেননি? মিস্টার আরাকিয়েলের মতো সজ্জন পিতৃতুল্য

মানুষের কোমর থেকে চাবি খোলেননি আপনি? কেউ কোথাও নেই, সবাই ঘুমোচ্ছে... মওকা বুঝে সিন্দুক খুলে...।"

জেসমিন তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "জানতাম... জানতাম এ অ্যালের কুকীর্তি। সেদিন রাতে বজ্জাত ছেলেটাকে দেখেই বুঝেছিলাম পেটে কোনও বদমতলব আছে।"

"বদমতলব তো কারওর মনেই কম নেই ম্যাডাম জেসমিন।" মিতিনের গলায় ব্যঙ্গের সুর, "আপনিও যে শেষরাতে গাড়িবারান্দার ছাদ দিয়ে আঙ্কলের ঘরে এসে একই কুকর্মটি করলেন, তার পিছনে কি কোনও ভাল মতলব ছিল?"

"মিথ্যে কথা। আমি সকালের আগে আর ওই রুমে যাইনি।"

"সাক্ষী কিন্তু আছে। নির্মলা কিন্তু দেখেছে আপনাকে।"

"হতেই পারে না। নির্মলা তখন ঘুমোচ্ছিল।" বলেই চমকে উঠেছে জেসমিন। চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে সবাইকে দেখল একবার। তারপর মুখ ঢেকেছে দু' হাতে। মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "বিশ্বাস করুন, সিন্দুক আমি খুলেছিলাম। কিন্তু হিরে তখন ওখানে ছিল না।"

"আপনাকে বিশ্বাস করা খুব শক্ত জেসমিন। তবে আপনার এই কথাটুকু অন্তত সত্যি।" মিতিনের চোখে একটা হাসি খেলা করছে, "আপনি যখন সিন্দুক খোলেন, হিরে তখন ভেলভেট বক্সে সত্যিই ছিল না। শুধু তাই নয়, অ্যালবার্ট, হ্যারি, নির্মলা, কুরিয়েন, যে যখনই খুলেছে... সকলের ভাগ্যেই ওই শূন্য বাক্সটি জুটেছে।"

"কী কাণ্ড, হিরে তা হলে গেল কোথায়?" পিটার ডিসুজা আজ কানে শ্রবণযন্ত্র লাগিয়ে এসেছেন, প্রতিটি শব্দই শুনছেন মন দিয়ে। গমগমে গলায় বললেন, "হিরে কি তা হলে ভ্যানিশ হয়ে গেল?"

"মোটেই না। হিরে হিরের জায়গাতেই আছে। মিস্টার আরাকিয়েল তাকে যথেষ্ট নিরাপদে রেখে গিয়েছেন। আই মিন, রেখে দিয়েছিলেন। ঘরের চোর-ডাকাত, বাইরের চোর-ডাকাত, কেউই যাতে হিরেটা লোপাট করতে না পারে। সিন্দুক ভাঙলেও না।"

"কোথায় রেখেছিলেন উনি?" অনেকক্ষণ পর ইসাবেলের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "এই বাড়িতেই কি...?"

"হ্যাঁ আন্টি। হিরে আপনাদের বেডরুমেই আছে।" মিতিন উঠে দাঁড়াল, "আসুন, দেখাই।"

হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো ও ঘরে চলেছে মিতিন। পিছনে মন্ত্রমুগ্ধ ইঁদুরের মতো দঙ্গলটা। ঢুকেই মিতিন সোজা অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে জলে দেখছে কী যেন। মাথা নাড়ল দু'দিকে। ঘুরে-ঘুরে এপাশ-ওপাশ থেকে ভাল করে দেখল মৎস্যাধারটিকে। কপালে টকটক আঙুল ঠুকছে। হঠাৎই টেবিলটা টেনে অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে ঘুরিয়ে নিল পুরোপুরি। তারপর অ্যাকোয়ারিয়ামের তলায় হাত রেখে জোর হ্যাঁচকা টান।

অবাক কাণ্ড! পাতলা একটা চোরকুঠুরি বেরিয়ে এসেছে অ্যাকোয়ারিয়ামের নীচ থেকে। অনেকটা দেরাজের মতো।

দু' ডজন চোখ একসঙ্গে আছড়ে পড়ল দেরাজে। মধ্যিখানে, গোল খোপে ওটা কী? হিরে না?

হ্যাঁ, হিরেই। বালি আর নুড়িতে অ্যাকোয়ারিয়ামের তলদেশ ঢাকা বলে দেরাজটার অস্তিত্ব বোঝার কোনও উপায়ই নেই। বালি সরিয়ে ফেললেও হিরে দেখা যাবে না, টিনের পাতের নীচে রয়েই যাবে চক্ষুর অগোচরে।

টুপুর বিমোহিত। কী অনুপম শোভা, আহা! হাল্‌কা সবুজ দ্যুতি ঠিকরে-ঠিকরে বেরোচ্ছে গা দিয়ে। সাধে কী দু' কোটি টাকা দাম।

মহামূল্যবান রত্নটি খোপ থেকে তুলে ইসাবেলের হাতে দিল মিতিন। বলল, "খুশি তো আন্টি?"

ইসাবেলের চোখে জল। গদগদ গলায় বললেন, "আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না বাছা। আরাকিয়েল বংশের গৌরব তুমি আজ ফিরিয়ে দিলে। ঠিক বলছি না হ্যারি?"

হ্যারিকে তেমন একটা আহ্লাদিত মনে হল না। আড়চোখে জেসমিনকে দেখে নিয়ে বলল, "হিরে পাওয়া গিয়েছে... আমাকে বদনামের ভাগী হতে হল না... এটাই তো যথেষ্ট। তবে আরাকিয়েল বংশে এই হিরের মেয়াদ আর কদ্দিন? বড়জোর বিশ-পঁচিশ বছর। মানে যদ্দিন আপনি আছেন। তারপরই তো ভারদোনদের হাতে...। সেখান থেকে আবার হয়তো অন্য কোনও বংশে...।"

"না হ্যারি, না।" ইসাবেল জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন, "আমি ঠিকই করে রেখেছি, হিরে আমি তোমাকে দিয়ে যাব। অবশ্য একটা শর্তে। কোনও কারণেই তোমরা এই হিরে বেচতে পারবে না।"

সুজান জড়িয়ে ধরল ইসাবেলকে, "থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি। এই হিরে আমার ছেলে বা তার ছেলেও যাতে বেচতে না পারে, আমরা সেটা নিশ্চিত করে যাব।"

একটা খুশি-খুশি বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ঘরে। অপরাধের ভার লাঘব হতে সকলেই যেন বেশ পুলকিত। হঠাৎই অ্যালবার্ট প্রশ্ন করে বসল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব ম্যাডাম?"

মিতিন ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল, "ইয়েস?"

"হিরে অ্যাকোয়ারিয়ামেই আছে, আপনি বুঝলেন কী করে?"

"ওটা তো বলা যাবে না ভাই। ট্রেড সিক্রেট।" মিতিন মুচকি হাসল, "ধরে নিন, আমি ম্যাজিক জানি।"

অ্যালবার্ট কাঁধ ঝাঁকাল। পিটার হা হা হাসছেন। উচ্ছ্বাসে ডগমগ ইসাবেল তো আগামী রোববার একটা ভোজই ঘোষণা করে ফেললেন। পার্টিতে বিশেষ অতিথি মিতিন, টুপুর আর পার্থ। বুমবুমকেও আনতে বললেন সঙ্গে। নেমন্তন্ন পেয়েই পার্থ গোঁফে তা দিতে শুরু করেছে।

বিকেল গড়াচ্ছে সন্ধের দিকে। ইসাবেলের বাড়ি ফাঁকা হচ্ছিল ক্রমশ। হ্যারি আর সুজান গেলেন সবার শেষে। ইসাবেল এবার কাজের কথায় এলেন। মিতিনকে বললেন, "জানি, তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। সম্মানদক্ষিণা হিসেবে যদি তোমায় এক লাখ টাকা দিই...?"

মিতিন গম্ভীর মুখে বলল, "আপত্তি নেই।"

"আর যদি দু' লাখ দিই?"

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! টুপুর প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিতিন বলল, "একটু বেশি হয়ে যাবে না কী? এক লাখই তো ঠিক আছে।"

"না। দু' লাখই ঠিক আছে। জেসমিনকে দিয়ে চেক-বই আনালেন ইসাবেল। কাঁপা-কাঁপা হাতে লিখে চেকটা বাড়িয়ে দিলেন মিতিনকে। ভেজা-ভেজা গলায় বললেন, "তুমি জানো না, আমার কী উপকার করেছ। আমি যেন জীবনটাই ফিরে পেলাম। দ্যাখো না, এবার কেমন চটপট সুস্থ হয়ে উঠি।"

ব্যাগে চেক রাখতে-রাখতে মিতিন একবার দেখল জেসমিনকে। একটু যেন উদাস জেসমিন। নখ দিয়ে নখ খুঁটছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নীরস গলায় মিতিন বলল, "আপনার সুস্থ হওয়াটা কিন্তু হিরে ফেরত পাওয়ার উপর নির্ভর করছে না আন্টি।"

"কেন নয়? এখনই তো শরীরে অনেক জোর পাচ্ছি।"

"আবার দুর্বল হয়ে পড়বেন। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপবে। বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই পারবেন না। দৃষ্টিশক্তিও ক্রমে চলে যাবে। ঘা ফুটে-ফুটে বেরোবে গায়ে। কাশবেন, রক্তবমি হবে।"

"কী বলছ তুমি এসব?"

"একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আপনি জেসমিনকে জিজ্ঞেস করুন।"

জেসমিন যেন ইলেকট্রিক শক খেল সহসা। চমকে তাকিয়েছে। আমতা-আমতা করে বলল, "আ-আ আমি কী করে জানব?"

"আপনিই তো জানবেন।" মিতিনের গলা আচমকাই বরফের মতো ঠান্ডা, "যে-পিসি আপনাকে মায়ের স্নেহে বড় করে তুলেছেন, আপনি তাঁকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছেন...।"

"কী বলছেন আপনি?" জেসমিন চিৎকার করে উঠল, "আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"মাথা খারাপ হয়েছে তো আপনার। টাকার লোভে। সম্পত্তির লোভে। পিসিকে দিয়ে তড়িঘড়ি উইলের প্রোবেট নেওয়ালেন। যাতে

সমস্ত সম্পত্তি পিসির নামে আসে। তারপর শুরু হল আপনার খেল। পিসি কোনও উইল করার আগে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করলেন মনে-মনে। আপনি জানতেন, পিসি আপনাকে পুরো সম্পত্তিটা দেবেন না। কিন্তু উইল না করে মারা গেলে আরাকিয়েলদের সব কিছুই আইনত আপনার হাতে চলে আসবে। তবে একটাই কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন। হিরের লোভ ছাড়তে না পেরে আমার কাছে আসাটাই আপনার কাল হল। অবশ্য তার পিছনেও আপনার একটা নিজস্ব হিসেব ছিল। হিরে না পাওয়া গেলে রটিয়ে দিতেন, হিরের শোকেই পিসি মারা গিয়েছেন। আর মিললে হিরে হবে আপনার উপরি লাভ।" মিতিনের স্বরে বিদ্রুপ ঝরে পড়ল, "এখন যে আপনার দু' কূলই গেল জেসমিন। হিরে যাবে হ্যারির ঘরে। আর সম্পত্তি-টম্পত্তির আশা শিকেয় তুলে আপনাকে যেতে হবে শ্রীঘরে।"

জেসমিনের ফরসা সুন্দর মুখখানা বদলে গিয়েছে আমূল। রাগে গনগন করছে সে। তর্জনী উঁচিয়ে বিকৃত স্বরে বলল, "এবার আপনি কাটুন তো। প্রলাপ শোনার আমাদের সময় নেই।"

টুপুরকে হতবাক করে মিতিন ব্যাগ থেকে আধপোড়া লাল বাটি-মোমবাতিখানা বের করেছে। জেসমিনকে দেখিয়ে বলল, "এই ক্যান্ডেলটা কিন্তু প্রলাপ নয়। এটা আমি পুলিশের জিম্মায় তুলে দিচ্ছি।"

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। পলকে জেসমিনের মুখ শুকিয়ে আমসি। ঢোক গিলে বলল, "কেন, পুলিশ কী করবে?"

"আর-একবার কেমিক্যাল টেস্ট করবে। যেমন আমি করিয়েছি। প্যারাফিনের সঙ্গে কতটা পারদ মিশিয়েছেন, পুলিশও একবার দেখুক।"

ইসাবেল ধন্দ মাখা মুখে বললেন, "মোমবাতিতে মার্কারি? কেন?"

"ওটা স্লো-পয়জনিংয়ের একটা টেকনিক। যে-যে উপসর্গগুলোর কথা বললাম, আস্তে-আস্তে সবক'টাই দেখা দেবে। তারপর এক বছরের মধ্যে ভিক্টিম পরপারে। মৃত্যুটা যে মার্কারির বিষেই ঘটল, কেউ আন্দাজও করতে পারবে না। ধ্যানের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বিষ ঢুকছে... কী দুর্ধর্ষ আইডিয়া।"

ইসাবেল স্তম্ভিত মুখে বসে। নির্মলা দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল, তারও চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত। ঘাড় ঝুলিয়ে ফেলেছে জেসমিন। আর টুঁ শব্দটি নেই।

মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার আপনিই ঠিক করুন আন্টি, আপনার ভাইঝিকে কী শাস্তি দেবেন? পুলিশ? বাড়ি থেকে বিতাড়ন? নাকি এবারকার মতো ক্ষমা?"

"জানি না। কিচ্ছু জানি না।" ইসাবেল ভেঙে পড়েছেন কান্নায়।

ট্যাক্সিতে বসে উসখুস করছিল টুপুর। একরাশ প্রশ্ন ভিড় করেছে মাথায়, কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে, ভেবে পাচ্ছে না।

মিতিন বুঝি পড়ে ফেলেছে টুপুরকে। মাথায় একটা আলগা চাটি মেরে বলল, "ভোম্বল হয়ে গেলি কেন? এখনও নিশ্চয়ই ভেবে মরছিস অ্যাকোয়ারিয়ামটা কী করে আমার মগজে এল?"

"হ্যাঁ।" টুপুর ঢকঢক ঘাড় নাড়ল, "কী করে যে ধরলে?"

"বেশ ডিফিকাল্ট ছিল। চিন্তা করতে-করতে কাল রাতে আমার ঘুম যায় আরকি। জব্বর একখানা শব্দজব্দ দিয়েছিলেন বটে মিস্টার আরাকিয়েল।"

"কোনটা শব্দজব্দ? কাল ডায়েরি থেকে যেটা দেখালে? গোল্ড তেরো হাজার পাঁচশো আটাত্তর?"

"ভুলভাবে বললি। গোল্ড ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এইট।"

"মানে?"

"গোল্ডের লাতিন নাম জানিস?"

সামনের সিট থেকে পার্থ বলল, "আমি জানি। অরাম।"

"কারেক্ট। এ ইউ আর ইউ এম। ...এবার এমন একটা শব্দ তৈরি কর, যার প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম অষ্টম লেটার পাশাপাশি সাজালে অরাম হয়! ডিকশনারি ঘেঁটে দেখিস, একটাই ওয়ার্ড পাবি। অ্যাকোয়ারিয়াম।"

"বেড়ে বার করেছ তো। লুকিয়ে-লুকিয়ে ক্রসওয়ার্ড সল্‌ভ করো নাকি?"

পার্থর তারিফে মিতিন ফিক করে হাসল, "আজ্ঞে না, স্যার। ব্রেনটাকে জাস্ট একটু খেলালেই ধরে ফেলা যায়।"

টুপুর মাথা নাড়ল, "বুঝলাম। কিন্তু হিরে যে আদৌ সিন্দুকে ছিল না, এটা তুমি টের পেলে কীভাবে?"

"মিস্টার কুরিয়েনের সৌজন্যে। ভদ্রলোক যদি ফোনে কনফেস না করতেন, সিন্দুক উনি খুলেছিলেন... আর খুলে হিরে দেখেননি... তা হলে আমাকে আরও খানিক হাতড়াতে হত। সেই রাত্রের ক্রোনোলজি বলে, সিন্দুক খোলার প্রথম সুযোগটা পান কুরিয়েনই। ব্যস, এতেই তো দুয়ে-দুয়ে চার।"

"আর মোমে পারা মেশানোটা?" পার্থ প্রশ্ন ছুড়ল, "ওরকম একটা প্যাঁচোয়া প্ল্যান তুমি আন্দাজ করলে কী করে?"

"ভেরি সিম্পল। ...টুপুর, মনে পড়ছে জেসমিনের কারখানার পিছনে থার্মোমিটারের বাক্স পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ তো।"

"মার্কেট থেকে পারদ কিনত না জেসমিন, পাছে কেউ সন্দেহ করে। তার বদলে গুচ্ছ গুচ্ছ থার্মোমিটার থেকে মারকারি বের করে প্যারাফিনে মিশিয়ে দিত।"

"কী শয়তানি বুদ্ধি, বাব্বাহ!" টুপুর চোখ ঘোরাল, "তুমি যে কোন আক্কেলে জেসমিনকে ক্ষমা করে দিতে বললে। জেলখানাই ওর যোগ্য জায়গা।"

"না রে, জেসমিন তো জাত ক্রিমিনাল নয়। লোভের তাড়নায় দুর্বুদ্ধি চেপেছিল মাথায়। দুর্বুদ্ধি ঠেলেছে পাপের পথে। অনুশোচনা এলে নিশ্চয়ই শুধরে যাবে।"

"অনুশোচনা আসবে মনে হয়?"

"আশা করতে দোষ কী। মানুষই ভুল করে, মানুষই ভুল শুধরোয়। তা ছাড়া, যা ভয় দেখানো হয়েছে, হাসমিক ভারদোন এখন খুব চাপে থাকবে। একটাই শুধু ক্ষতি হল। ইসাবেল আন্টির বিশ্বাসটাই ভেঙে গেল। আর কখনও কি জেসমিনের উপর ভরসা করতে পারবেন?"

কথাটা টুং করে বাজল টুপুরের বুকে। মনোমোহিনী হিরে ছাপিয়ে ইসাবেল আরাকিয়েলের অসহায় মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখে। আহা রে, আপনজনরাও যে কেন মানুষকে এত দুঃখ দেয়! বোঝে না, ভালবাসা হিরের চেয়ে অনেক-অনেক বেশি দামি।